উল্কা

(নাটক)

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম 'মিত্র-ঘোষ' সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও শ্রীবিভাষ কুমার গুহঠাকুরতা কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।

প্রখ্যাতনামা নট বন্ধুবর

নীতিশ মুখোপাধ্যায়

প্রীতিমুগ্ধ লেখক

॥ চরিত্র ॥

রায়বাহাদুর রাজীবনাথ ঘোষ	...	ধনী ব্যবসায়ী
অরুণাংশু	...	(ঐ) পরিত্যক্ত প্রথম সন্তান
সুবীর	...	(ঐ) দ্বিতীয় সন্তান
ডাঃ সুহৃৎ সরকার	...	(ঐ) বাল্য বন্ধু
গণেন বসু	...	সুবীরের বন্ধু
ভু'পে	...	'মিড্‌নাইট হোটেলের' বর্মী ম্যানেজার
সুব্রত	...	ডিটেকটিভ ইন্‌স্‌পেক্টার
স্বামীজী	...	স্বর্গাশ্রমের অধ্যক্ষ
কমলেশ	...	গোপার বন্ধু
দাদু	...	কমলার মামা
সোলেমান	...	গণেনের অনুচর
ডাঃ সুধাংশু সরকার	...	কশ্চিৎ চিকিৎসক
বিনোদ	...	(ঐ) বন্ধু
মালী	...	(ঐ) বাগানের মালী
মধু	...	ডাঃ সুহৃৎ সরকারের পুরাতন ভৃত্য
লিংফু	...	চোরা কোকেন কারবারী

এস. আই. পথিক বালক শম্ভু, বলাই ও পুলিস সার্জেণ্ট ইত্যাদি।

কমলা	...	রাজীবের স্ত্রী
গোপা	...	(ঐ) কন্যা
মিলি	...	ডাঃ সুহৃৎ সরকারের মেয়ে
লছমীবাঈ	...	স্বর্গাশ্রমের পালিকা
মা'ফিন	...	বর্মী নর্তকী
ক্ষ্যান্ত	...	ঝি

॥ প্রথম অভিনয় রজনীতে যাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছেন ॥

রায় বাহাদুর রাজীবনাথ ঘোষ	... ...	নীতীশ মুখার্জী
ডাঃ সুহৃৎ সরকার	... ...	অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
অরুণাংশু	... ...	দীপক মুখোপাধ্যায়
সুবীর	... ...	রবীন মজুমদার
স্বামীজী	... ...	সৌরীন ঘোষ
গণেন	... ...	জীবেন বসু
ভুঁপে	... ...	জহর রায়
সুব্রত	... ...	বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ সুধাংশু সরকার ও লিংফু	... ...	বলান সোম
দাদু	... ...	হরিধন মুখোপাধ্যায়
কমলেশ	... ...	প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়
মধু	... ...	দেবী নিয়োগী
পুলিস অফিসার	... ...	অভ্র ভট্টাচার্য
মালী ও সোলেমান	... ...	কার্তিক সরকার
আগরওয়ালা	... ...	আদিত্য ঘোষ
ডাঃ সুধাংশু সরকারের বন্ধু	... ...	সুনীত মুখার্জী
বলাই	... ...	মিণ্টু চক্রবর্তী
শম্ভু	... ...	বাদল গোস্বামী
সার্জেণ্ট	... ...	মণি মৈত্র ও কাশী ব্যানার্জী
অন্যান্য ভূমিকায়	... ...	শশাঙ্ক সাহা, সুনীল মুখোপাধ্যায়, মিণ্টু চক্রবর্তী ও শ্যামল কর।

॥ স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছেন

কমলা	... ...	৺স্বপ্রভা মুখার্জী
গোপা	... ...	তপতী ঘোষ
মিমি	... ...	গীতা সিং
লছমীবাঈ	... ...	সন্ধ্যা দেবী
ক্যান্ত	... ...	ইরা চক্রবর্তী
মা'ফিন	... ...	জয়শ্রী সেন
নার্স	... ...	বীণা চট্টোপাধ্যায়

অন্যান্য ভূমিকায়—রিক্তা সরকার, মীরা দেবী, মঞ্জু দেবী ও কানন চৌধুরী ইত্যাদি।

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

প্রথম দৃশ্য

নার্সিং হোম

[মঞ্চ অন্ধকার, সঙ্গে সঙ্গে শোনা যেতে লাগল প্রচণ্ড ঝড়-জলের শব্দ, মেঘের গুরু-গুরু ডাক।। ক্রমে পরিদৃশ্যমান আলোয় মঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠল। নার্সিং হোমের এক অংশ দেখা গেল। মাঝখানে কাঠের পার্টিশন ও পাশে আলো দেখা যাচ্ছে। কর্মব্যস্ত নার্স 'বোল' ও 'ট্রে' হাতে করে যাতায়াত করছে মধ্যবর্তী দরজা-পথে। এক পাশে একটি গোল টেবিল, দু পাশে চেয়ার, ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে রাজীব ঘোষ। পরিধানে তাঁর দামী বেশ-ভূষা; মুখের চেহারাটা ভারি কুৎসিত। হঠাৎ সদ্যজাত শিশুর কান্নার শব্দ শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় হাসপাতালের এ্যাপ্রন গায়ে মাথায় টুপি ও মুখে 'মাস্ক' সুহৃৎ ডাক্তার ধীর মন্থরপদে পার্টিশনের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল। উদ্‌গ্রীব রাজীব তার নিকট এগিয়ে গেল।]

রাজীব। এই যে—কি খবর ডাক্তার ?

সুহৃৎ। অবস্থা এখন অনেকটা ভাল, একটা ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়েছে। আশা করছি হয়তো ভোর নাগাদ জ্ঞান ফিরে আসবে।

রাজীব। ওঃ, কিন্তু—[সুহৃৎ ডাক্তার রাজীবের মুখের দিকে তাকায়] ছেলে না মেয়ে ডাক্তার ? বল, বল—না, ছেলে না মেয়ে ?

সুহৃৎ। ছেলে—মানে, হ্যাঁ ছেলেই। তবে—

রাজীব। তবে, তবে—বেঁচে আছে তো ?

সুহৃৎ। হ্যাঁ, বেঁচেই আছে—

রাজীব। আঃ, আমি জানতাম। আমি জানতাম ডাক্তার, প্রথম সন্তান আমার ছেলেই হবে। কমলার সঙ্গে আমার বাজী ছিল। সে বলেছিল মেয়ে, কিন্তু আমি বলেছিলাম ছেলে। ছেলেই হবে আমাদের—আমি—আমি যাই—

[রাজীব দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

সুহৃৎ। রাজীব, শোন, শোন—মানে, বলছিলাম কি, একটু পরে—

রাজীব। না, না—তুমি তো জান সবই ডাক্তার। এই দশ মাস কি গভীর আগ্রহে আমি আজকের এই দিনটির প্রতীক্ষা করছি।

সুহৃৎ। জানি ভাই। আমি সবই জানি। বলছিলাম কি, তোমার স্ত্রী মানে বৌদি—এখন সেখানে কারো না যাওয়াই—

রাজীব। না, না—আমি শুধু আমার ছেলেকে একটিবার দেখেই চলে আসব।

[রাজীব আবার দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

সুহৃৎ। রাজীব, রাজীব—শোন, শোন—তোমার সঙ্গে কতকগুলো কথা আছে—

রাজীব। Just a minute, আমি এখুনি আসছি।

সুহৃৎ। যেও না। শোন, শোন—

[রাজীব সুইং-ডোর ঠেলে পার্টিশনের ওপাশে গিয়ে প্রবেশ করে। সাদা কাঁচের গায়ে রাজীবের সঞ্চারায়মান ছায়াটা দেখা যাচ্ছে কেবল। তারপরই একটা অস্ফুট আর্তনাদের শব্দ 'উঃ' শোনা যায় এবং পরক্ষণেই একপ্রকার টলতে টলতে রাজীব বেরিয়ে এসে একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ে।]

রাজীব। What a horrible sight ! [redacted] ? [দু হাতে রাজীব

মুখ ঢাকে। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে সুহৃৎ। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে রাজীবের পিঠে হাত রেখে ডাকে।]

সুহৃৎ। রাজীব !

রাজীব। [মুখ তুলে তাকায়] সত্য, সত্য—বল ডাক্তার ! সত্যি—সত্যিই কি ঐ ভয়াবহ কুৎসিত—

সুহৃৎ। রাজীব !

রাজীব। না, না—আমি ভাবতে পারছি না। সত্যিই আমি ভাবতে পারছি না সুহৃৎ। ঐ—ওরই জন্য কি আমি আর কমলা আশায় আশায় এই দশ মাস দিন গুনেছি—

সুহৃৎ। কি করবে ভাই বল, জন্মেছে যখন—

রাজীব। জন্মেছে ? না, না—জন্মায় নি। কেউ জন্মায় নি ডাক্তার। ডাক্তার, সরিয়ে ফেল ভাই—সরিয়ে ফেল। যত তাড়াতাড়ি পার আমার দৃষ্টির সামনে থেকে ওটাকে সরিয়ে নাও। Please !

সুহৃৎ। বুঝতে পারছি ভাই তোমার মনের অবস্থা। কিন্তু কি করবে বল ভাই—ভাগ্যের ওপর তো মানুষের কোন হাত নেই।

রাজীব। ভাগ্য—ভাগ্য মানি না। মানি না তোমাদের ঐ ভাগ্য। চিরদিন অত্যন্ত বস্তুবাদী লোক আমি। তুমি তো জান ডাক্তার, অতি সামান্য অবস্থা থেকে, আমার নিজস্ব শক্তি, সামর্থ্য ও পৌরুষ দিয়ে, আজকের এই বিরাট ঐশ্বর্যকে কিভাবে করায়ত্ব করেছি। পাপ, পুণ্য, ন্যায়, অন্যায়ের sentimentকে আমি জীবনে কখনও স্বীকার করি নি। ~~তাই বলছিলাম~~ বুঝতে তুমি পার নি, পারবেও না, শুধু আমিই নই, কমলাও দিনের পর দিন যে স্বপ্ন দেখেছে আমার সঙ্গে—

সুহৃৎ। কিন্তু স্বপ্ন চিরকাল স্বপ্নই যে রাজীব। তা ছাড়া মানুষের সব আশাই তো সফল হয় না।

রাজীব। সফল হয় কি না অন্যের বেলায় জানি না, তবে আমি ~~যখন আশা করেছিলাম~~, রায়বাহাদুর রাজীব ~~ঘোষের~~ প্রথম সন্তান হবে ~~ফুলের মত~~—এক গোছা টাটকা ফুলের মত সুন্দর, অথচ তার মধ্যে থাকবে লৌহ-কঠিন আমারই মত এক প্রচণ্ড পৌরুষ। তাই নিজে কুৎসিত জেনেই, অনেক দেখে সুন্দরী কমলাকে ~~ঘরে এনেছিলাম~~। সে আশায় যখন আমার বাজ পড়েছে, ~~আমিও তা স্বীকার করব না~~। কমলার জ্ঞান ফিরে আসবার আগেই, যেমন করে হোক ~~তোমাকে একটা ওর ব্যবস্থা করতেই হবে~~। Finish it up

সুহৃৎ। তুমি কি ক্ষেপে গেলে রাজীব? তোমার নিজের ঔরসজাত সন্তান—

রাজীব। ঔরসজাত সন্তান! ঠিক তাই, তাই ওকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। ও শুধু আমাকেই বঞ্চনা করে নি, সেই সঙ্গে নিজেকেও ও নিজে বঞ্চনা করেছে। শেষ করে দাও—অঙ্কুরেই ওটাকে শেষ করে দাও ডাক্তার।······~~তুমি ইচ্ছা করলেই—~~

সুহৃৎ। ভুলো না রাজীব, তোমার বন্ধু ছাড়াও আমার অন্য একটা পরিচয় আছে। আমি ডাক্তার। আমার পেশা মানুষের জীবন নেওয়া নয়, জীবন দেওয়া—

রাজীব। কিন্তু আমি—আমি যে কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।

সুহৃৎ। রাজীব, বিচক্ষণ বুদ্ধিমান তুমি, একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখ। ও বেচারী তো ওর জন্মের জন্য দায়ী নয়!

রাজীব। ~~দায়ী নয়?~~ নিশ্চয়ই দায়ী বৈ কি, নাহলে এমনিই বা হবে কেন? না, না—সমস্ত জীবন ধরে পৃথিবীর সকলে আমার দিকে আঙ্গুল তুলে বলবে, ঐ—ঐ আমার সন্তান। রাজীব ঘোষ হেরে যাবে।

না, কখনই না। তুমি না পার, আমি—হ্যা, আমিই—
~~I must.~~ আমি

[রাজীব দরজার দিকে এগিয়ে যায়]

সুহৃৎ। শোন রাজীব, সত্যিই কি তা হলে তুমি—

রাজীব। হ্যাঁ, হ্যাঁ—I have decided once for all. I must

সুহৃৎ। এই তাহলে তোমার শেষ কথা ?

রাজীব। হ্যাঁ।

সুহৃৎ। [কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে] বেশ। তবে তুমি এখান থেকে চলে যাও।

রাজীব। না।

সুহৃৎ। না ? রাজীব, আমি বলছি তুমি এখান থেকে চলে যাও। যাও !

রাজীব। পারবে না ডাক্তার—পারবে না। এত বড় হার রাজীব ঘোষ কিছুতেই মেনে নেবে না ~~জেনো~~। ~~আজকের রাতটা তুমি ওকে আগলে রাখতে পার, কিন্তু তার পর ?~~ তার পর—

সুহৃৎ। [চেঁচিয়ে] রাজীব ? I say you out ! Out of my Nursing home ! যাও, যাও এখান থেকে—

রাজীব। ~~হ্যাঁ~~ আমি, আমি যাচ্ছি, কিন্তু তুমিও মনে রেখো ডাক্তার কেবল আজকের রাতটা ! তুমি ওকে আগলে রাখতে পার, কিন্তু তার পর

[রাজীব চলে গেল। ইতিমধ্যে নার্স এসে দরজার ওপরে দাঁড়িয়েছিল তার দিকে তাকিয়ে।]

সুহৃৎ। How is the patient ? Is she still unconscious ?

নার্স। Yes, Doctor.

সুহৃৎ। How is the baby ?

নার্স। ঘুমোচ্ছে।

সুহৃৎ। [একটু ভেবে] ঠিক আছে—তুমি এখন বিশ্রাম নিতে যেতে পার, আমি এখানে আছি।

নার্স। Thank you, Doctor!

[নার্স চলে গেল। সুহৃৎ ডাক্তার অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকেন। ক্রমে মঞ্চের আলো ম্রিয়মান হয়ে আসে। ঝড়ের আওয়াজ শোনা যায়। বিদ্যুতের আলো থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কড় কড় করে মেঘ ডাকে। সুহৃৎ ডাক্তার কি ভাবে। তার পর বর্ষাতি ও টুপি নিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে যায়। কিছুক্ষণ পরে বর্ষাতি গায়ে মাথায় টুপি সুহৃৎ ডাক্তার সেই সদ্যজাত শিশুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে যায়। ঝড়ের শব্দ শোনা যায়। মঞ্চ ঘুরতে থাকে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্বর্গাশ্রমে বিরজানন্দ মহারাজের নিভৃত শয়নকক্ষ। মহারাজ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। মাথার কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্তি, ধূপ জ্বলছে।]

নেপথ্যে সুহৃৎ। মহারাজ, মহারাজ—মহারাজ!

বিরজা। [ঘুম ভেঙে] কে? এত রাত্রে আবার কে এল?

[বিরজানন্দ উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। দরজা খুলতেই দেখা গেল বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ও ঝড়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সুহৃৎ ডাক্তার বর্ষাতি গায়ে টুপি মাথায় এবং বুকে সেই সদ্যজাত শিশুটিকে নিয়ে প্রবেশ করল।]

এ কি ডাক্তার! এত রাত্রে এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে, কি ব্যাপার?

সুহৃৎ। একটা বিশেষ বিপদে পড়েই আপনার শরণাপন্ন হতে হল মহারাজ।

বিরজা। বিপদ।

সুহৃৎ। হ্যাঁ। [বুকের কাছে ধরা শিশুটিকে দেখিয়ে] এই হতভাগ্য শিশুটিকে আপনার চরণে একটু স্থান দিতে হবে মহারাজ।

[বিরজানন্দ এগিয়ে গিয়ে শিশুটির মুখের দিকে পলকমাত্র তাকিয়েই সাগ্রহে দু হাত বাড়িয়ে দিলেন।]

বিরজা। সে কি কথা ডাক্তার! নিশ্চয়ই, দাও, দাও—

[মহারাজের হাতে তোয়ালে জড়ানো শিশুটিকে তুলে দিল ডাক্তার।]

আহা! এরও কি মা-বাপ নেই?

সুহৃৎ। সবাই আছে, কিন্তু ওর ঐ রূপ—হয়তো বাঁচবে না, তবু যদি বাঁচে এই আশায়—

বিরজা। [শিশুটির দিকে চেয়ে] সত্যি, আশ্চর্য! সৃষ্টির কি অদ্ভুত রহস্য ডাক্তার, ঠাকুরের লীলা বোঝাই ভার।

সুহৃৎ। হ্যাঁ, আর সেইজন্যই ওর বাপই ওকে স্বীকৃতি দিলে না।

বিরজা। বল কি ডাক্তার! বাপ? কিন্তু মা—

সুহৃৎ। মা— আজ থাক মহারাজ। একদিন এসে সব কথা—ওর সব পরিচয় আপনাকে দিয়ে যাব। আজ আমি বড় ক্লান্ত, আজ তবে আসি মহারাজ।

[সুহৃৎ মহারাজের পদধূলি নিল]

বিরজা। ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন। এস।

[ডাক্তার চলে গেল, বিরজানন্দ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন]

লছমী! লছমীবাঈ!

[মধ্যবয়সী এক মহিলা—লছমীর প্রবেশ]

লছমী। আমাকে ডাকছিলেন মহারাজ?

বিরজা। হ্যাঁ। পূজার ঘরে ছিলে বুঝি?

লছমী। হ্যাঁ।

বিরজা। লছমী!

লছমী। বলুন মহারাজ।

বিরজা। এস, কাছে এগিয়ে এস—দেখ।

[শিশুটির দিকে তাকিয়েই লছমী মুখ বিকৃত করে সরে যায়।]

বুঝেছি লছমী। আচ্ছা তুমি যেতে পার—আমি এর লালন-পালনের না হয় অন্য ব্যবস্থাই করব।

লছমী। [অনুতপ্ত কণ্ঠে। আমায—আমায় ক্ষমা করুন মহারাজ।

বিরজা। না, না— তুমি তো জান লছমী, আমি কখনো কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে—

লছমী। আমাকে ক্ষমা করুন মহারাজ। দিন আমায ওকে। আমি—আমিই ওকে পালন করব।

[হাত বাড়িয়ে দিতে মহারাজ শিশুটি লছমীর হাতে তুলে দিলেন]

বিরজা। শুধু পালন নয়, এই অনাথ আশ্রমে যেমন তুমি সকলের মা হয়েছ তেমনি ওরও মা হতে হবে। শুধু একটা কথা মনে রেখো, এই অনাথ আশ্রমে যারা আছে তাদের মা নেই—কিন্তু এর মা থেকেও নেই, এর মা-বাপ একে পরিত্যাগ করেছে—

লছমী। সে কি!

বিরজা। হ্যাঁ, তাই বলছিলাম আজ থেকে ও যেন সত্যিই তোমাকে ওর নিজের মায়ের মত করেই পায়।

লছমী। আশীর্বাদ করুন মহারাজ।

বিরজা। আশীর্বাদ! লছমী, সতিই যদি তুমি ওই অভাগাকে মাতৃত্ব দিয়ে

বাঁচিয়ে তুলতে পার, তাহলে জেনো, যাঁর আশীর্বাদে সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে, তাঁরই আশীর্বাদ তুমি পাবে। যাও—

[লছমী ধীরে ধীরে শিশুটিকে বুকে করে চলে গেল। বিরজানন্দ তার গমনপথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে এল। নেপথ্য থেকে মিলিত কণ্ঠে গান ভেসে আসে।]

[নেপথ্যে গান]

তোমার ভুবন ওগো কত সুন্দর প্রভু,
কত রূপ কত রঙে হাসে—
তোমার আকাশ ঐ কখনো আলোয় ভরা
কখনো আঁধারে ছেয়ে আসে।
পাখীর কণ্ঠে প্রভু তুমি যে জাগাও গান,
ফুল, ফল, মেঘ, বায়ু সবই যে তোমার দান।
তোমারই লীলায় প্রভু মানুষ যে চিরদিন
মানুষেরে কত ভালবাসে।

[ক্রমে ক্রমে গানের সুর মিলিয়ে যায়। তার পর—
নেপথ্য থেকে শোনা যায় :—off voice]

তার পর সেই হতভাগ্য শিশু পিতৃ-মাতৃ-পরিত্যক্ত হয়ে মহারাজের দয়ায় ও লছমী মায়ের যত্নে ও স্নেহে ক্রমে বড় হতে থাকে। এবং ক্রমে তার জীবনের দীর্ঘ পঁচিশটা বছর ঐ আশ্রমেই কেটে গেল। দীর্ঘ পঁচিশ বছর।

Time Lapses 25 years

[ক্রমে মঞ্চ একটু একটু করে আলোকিত হয়ে ওঠে। স্বামীজীর সেই ঘর। বৃদ্ধ স্বামীজী বসে আছেন। অরুণাংশু দর্শকের দিকে পিছনে ফিরে স্বামীজীর কাছে বসে বেহালা বাজাচ্ছে। অল্প আলো-আঁধার ঘরে। বেহালা বাজানো শেষ হলে—]

বিরজা। বাঃ সুন্দর। স্বর্গীয়, সার্থক। সার্থক তোমার সাধনা অরুণ। আর—আর আমার কোন দুঃখ নেই। আজ আমি তোমায় দুটি কথা বলতে চাই অরুণ। আমি বুঝতে পারছি, যাবার সময় আমার হয়ে এসেছে।

অরুণ। মহারাজ, পৃথিবীতে যে আজ একমাত্র আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই—

বিরজা। মানুষ তো অমর নয় অরুণ। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তা চলেছে বার বার জীবনের পরিক্রমা। যার ধ্বংস নেই, যার শেষ নেই, সেই চির সত্য, চির নিত্য মানুষের ধ্যানের সচ্চিদানন্দ, চিরসুন্দর সেই ভগবানকেই আমি জাগাবার চেষ্টা করেছি এখানে সকলের মধ্যে, কিন্তু সফল হতে পারি নি। তার পর একদিন এলে তুমি—এবং আমার এতদিনের স্বপ্ন, তোমার মধ্য দিয়ে একমাত্র সফল হয়ে উঠল যখন, তখন আমার—আমার কি যে আনন্দ, কি সান্ত্বনা—

অরুণ। মহারাজ!

বিরজা। হ্যাঁ ~~অরুণ~~, যে কথা বলতে চাইছিলাম তোমাকে, মানুষের ঘৃণা, অবহেলা, দুস্কৃতি যখন তোমার মনকে পীড়িত চঞ্চল করে তুলবে, তখন এই তারের যন্ত্রটি, যা তোমায় আমি দিয়েছি, ওর সুরের মধ্যেই জেনো তুমি তোমার মনের শান্তিকে খুঁজে পাবে। পৃথিবীর সবাই তোমাকে ত্যাগ করলেও, আঘাত দিলেও জেনো এ

কখনো তোমাকে ত্যাগ করবে না। [একটু যেন থেমে দম নিয়ে] আর আমি এও জানি অরুণ, আশ্রমের কেউই তোমাকে সহ্য করতে পারে না। তোমার বাইরের রূপটাই এরা কেবল দেখেছে, কিন্তু তোমার ভিতরের মানুষটাকে কেউ কোন দিনই চেনবার চেষ্টা করল না। তাই আমি বলছিলাম, আমার মৃত্যুর পর আর হয়তো তোমার এখানে থাকা চলবে না—

অরুণ। আমি—আমি তা জানি মহারাজ।

বিরজা। হ্যাঁ, থেকো না। [একটু ইতস্তত করে] আর তোমার যখন সবই আছে—

অরুণ। আমার সবই আছে?

বিরজা। হ্যাঁ, চিরদিন তুমি জেনে এসেছ, এই আশ্রমের অন্যান্য সকলের মতই তুমি অনাথ। মা-বাবা তোমার কেউ নেই। কিন্তু তা সত্য নয় অরুণ।

অরুণ। মহারাজ, আপনি বলছেন আমি অনাথ নই!

বিরজা। না, তুমি অনাথ নও। ভদ্রসমাজে, ভদ্রবংশেই তোমার জন্ম। আর—আর যতদূর আমার মনে হয়, তারা মানে, তোমার বাবা-মা আজও হয়তো বেঁচেই আছেন—

অরুণ। আজও বেঁচে আছেন? আমার মা—আমার বাবা—

বিরজা। হ্যাঁ—হ্যাঁ অরুণ।

অরুণ। তবে—তবে আমি এখানে কেন, এই অনাথ আশ্রমে কেন? বলুন—বলুন মহারাজ!

বিরজা। তোমার ঐ রূপ—

অরুণ। [অস্ফুট আর্ত শব্দ করে এই সর্বপ্রথম সামনের দিকে তাকাল] ওঃ!

[অরুণাংশু মুখে আলো পড়তেই দু হাতে মুখ ঢাকে।]

বিরজা। দুঃখ করো না অরুণ, দুর্ভাগ্য তাঁদেরই যে তাঁরাও আর দশজনের মতই তোমার বাইরের রূপটাকেই দেখেছিলেন। তোমার মধ্যেও যে সুন্দর ফুলের মত একটি মহৎ সম্ভাবনা থাকতে পারে তা তাঁরা ভাবেন নি। তোমার সেই সুন্দর মনকেই আমি জাগিয়ে তুলেছি, সেই পরিচয় যেন তোমার কখনো কলঙ্কিত না হয়। আর জেনো, তোমাকে বাঁচিয়ে তোলার মধ্যে নিশ্চয়ই সেই শ্রীভগবানের ইচ্ছাই আছে, [একটু থেমে] তোমার সব পরিচয়, সব কথা জানেন কলকাতার ডাক্তার সুহৃৎ সরকার। আমি তাঁর নামে তোমার জন্যে একখানা চিঠিও লিখে রেখেছি। এই নাও। [চিঠিটা অরুণকে দিলেন—অরুণ সেটা পকেটে রাখল] তোমার বেহালাটা একবার ধর তো অরুণ—বাজাও তো তোমার সেই সুর—প্রকৃতি, আকাশ ও আলোকে আমি একবার প্রণাম জানাই—

[অরুণাংশু বেহালা বাজাতে থাকে,
নেপথ্য থেকে সামগান ভেসে আসছে]

ব্যথা আর হাহাকারে ভেঙে যদি যায় বুক
সান্ত্বনা শান্তিতে আন হাসি আন সুখ।
দুঃখের মাঝে প্রভু আশার প্রেরণা তুমি
চিরদিনই আছ জানি পাশে।

[অন্ধকার হয়ে মঞ্চ ঘুরতে থাকে।]

তৃতীয় দৃশ্য

[এক ধনী ডাক্তারের গৃহের সদর দরজার একাংশ। সামনে বাগান রেলিং দেওয়া, দরজার গায়ে নেম-প্লেটে লেখা আছে: Dr. S. Sarkar, M. B. D. T. M. দুটি বকাটে ছোকরার সঙ্গে অরুণাংশুর ধীরে ধীরে প্রবেশ। তার কাঁধে একটি ঝোলা—তার ভেতর একটি বেহালা।]

বলাই। আয়—আয় না। ঐ—ঐ তো সামনের ঐ বাড়ি ডাঃ সরকারের।

[অরুণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় নেম-প্লেটের দিকে]

শম্ভু। যা—চলে যা। সোজা ভেতরে চলে যা।

বলাই। এই দেখ ব্যাটা ভূত, হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা স্রেফ ভেতরে ঢুকে পড়্।

অরুণ। এই বাড়ি?

শম্ভু। হ্যাঁ—হ্যাঁ। দেখছিস না, ঐ তো দরজায় নেম-প্লেটে লেখা রয়েছে—ডাঃ এস. সরকার—

বলাই। যা—যা। ঢুকে পড়্—

অরুণ। ভগবান তোমাদের ভাল করবেন—

[অরুণাংশু গেটের মধ্যে যেতে ইতস্তত করতে থাকে। শম্ভু ও বলাই পরস্পরের সঙ্গে চোখ ইশারা করে সরে পড়ে। মালী প্রবেশ করে।]

মালী। কৌন রে—আরে তু কৌন?

অরুণ। আমি, আমি—

মালী। হ্যাঁ—তুমি হ্যায়—রোজ রোজ হিঁয়াসে ফুল চোরাতা। ইধারা আ তো—জেরা সুরৎ তেরা দেখি—

[অরুণাংশু কাছে আসিতেই]

আরে রাম, রাম, রাম। যেয়সা সুরৎ—ঐসা কাম। ই ভুতুয়াকো বেটা ভুতুয়া, কাঁহাসে আইল রে। হোজুর, হোজুর—জলদি আইয়ে, ইয়ে নসকাটোয়াকো বেটা নসকাটোয়া চোরওয়াকো পাকাড় লিয়া—জলদি আইয়ে—জলদি আইয়ে হুজুর।

[ব্যস্ত হয়ে ডাঃ সুধাংশু সরকারের প্রবেশ]

সুধাংশু। কি—কি, হয়েছে কি ? চেঁচামেচি কিসের ?

মালী। সরকার, এহি হ্যায় উয়ো চোর, যো রোজ ফুল চোরাতা। আজ সরকার খিড়কিমে ঝাঁক্ রাহাতা, হাম না দেখতে তো রেডিয়ে উঠা লে যাতা।

অরুণ। না, না—বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু, আমি চোর নই। চুরি করতে আমি আসি নি—

সুধাংশু। তবে ? কিজন্য এসেছ ?

অরুণ। মানে আমি ডাক্তার সুহৃৎ সরকারের বাড়িটা খুঁজছিলাম—

[সুধাংশুর বন্ধু বিমলের প্রবেশ]

বিমল। ব্যাপার কি সুধাংশু ? এত হল্লা কিসের ? [অরুণাংশুকে দেখে] Oh Christ ! উঃ, বেটা মানুষ না ভূত হে—What a horrible ugly appearance !

সুধাংশু। দেখ না, বেটা চুরি করবার মতলবে বোধ হয় বাড়ির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে—এখন ধরা পড়ে বলছে, ডাঃ সুহৃৎ সরকারের বাড়ি ভেবে এখানে এসেছে !

বিমল। বাঃ, বেড়ে চাল চেলেছ তো যাদু !

অরুণ। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, আমি চোর নই। কলকাতা শহরের আমি কিছুই চিনি না, তিন দিন ধরে ডাঃ সুহৃৎ সরকারের বাড়িটা আমি খুঁজছি। স্বামীজী বলেছিলেন—

বিমল। হুঁ, শুধু ডাঃ সুহৃৎ সরকারই নয়, আবার স্বামীজীও আছেন! সোনার চাঁদ আমার, তাই ডাঃ সুধাংশু সরকারের বাড়িতে ঢুকতে গিয়েছিলে। সুধাংশু, আজকাল চারিদিকে যে রকম চোরের উপদ্রব হয়েছে, বেটাকে বেশ করে ঘা-কতক উত্তমমধ্যম দিয়ে ছেড়ে দাও—

সুধাংশু। ঠিক বলেছ—এই মালী দেখ তো ওর ঝোলাতে কি—

মালী। এই দেখিয়ে দেখিয়ে—ঐ গাঠারিয়া মে জরুর কুছ চোরিকা মাল মিলবে—

অরুণ। না, না—আমি দোব না—দোব না

[টানাটানি করতে গিয়ে ঝোলাটা পড়ে গেল মাটিতে এবং বেহালাটা ভেঙে গেল।]

অরুণ। আমার বেহালা! আমার সমস্ত সম্পদ তুমি এমনি করে পথের ধূলায় ফেলে দিলে ?

[অরুণাংশু এগিয়ে গিয়ে মালীর গলাটা চেপে ধরল দু হাত দিয়ে।]

মালী। আরে মাইয়া রে মাইয়া—হে ভগবান—হে ভগবান।

[অরুণাংশু মালীর গলাটা ছেড়ে দিতেই মালীর প্রস্থান। তার পর আস্তে আস্তে গিয়ে সেই ভাঙা বেহালাটা অরুণ কুড়াতে লাগল তার ঝোলার মধ্যে।]

বিমল। লোকটা বোধ হয় পাগল। চল হে সুধাংশু—

সুধাংশু। তাই মনে হয়—যেতে দাও, চল—চল—

[সুধাংশু ও বিমলের প্রস্থান ও সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিক দিয়ে শম্ভু ও বলাইয়ের প্রবেশ।]

বলাই। কি রে, দেখা হল তোর ডাঃ সরকারের সঙ্গে ?

[অরুণাংশু কোন কথা বলে না। কেবল ওপরদিকে ~~বারেকের~~ একবার ~~জন্য অশ্রুপূর্ণ নয়নে~~ চেয়ে ~~থেকে বের হয়ে যায়। ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যায়~~।]

চতুর্থ দৃশ্য

রায়বাহাদুর রাজীবনাথ ঘোষের বাড়ির সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। কথা বলতে বলতে রায়বাহাদুর ও তাঁর পার্টনার আগরওয়ালার প্রবেশ। রাজীবের বয়স এখন পঞ্চাশের উর্ধ্বে। চুলে পাক ধরেছে। দেখতে আরো কুৎসিত হয়েছেন। বাইরে সানাই বাজছে। আজ রায়বাহাদুরের একমাত্র ছেলে সুবীরের জন্মতিথি উৎসব।]

আগর। ও তো ঠিক বাতই আছে রায়বাহাদুর। লেকেন আপকো লেডকাভি বহুৎ তেজী আছে—

রাজীব। [চমকে] লেড়কা—কোন্ লেড়কা—

আগর। আরে লেড়কা তো আপকো একইভি আছে রায়বাহাদুর। হামি বলতেছে সুবীরবাবুকো বাত। উমারভি বিশ-বাইশ সালকা যাস্তি নেহি, লেকিন কারবার কেইসে চালিয়েছে। হাঁ, আমি বোলে কি বাপকো বেটা আউর সিপাহিকো ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া।

রাজীব। থোড়া থোড়া নয় আগরওয়ালা—rather too fast ! এত জোরে দৌড়চ্ছে যে, ভয় তো আমার সেইখানেই—

আগর। ভোয়। এ আপ কেয়া কহেতে হে রায়বাহাদুর! আপনি এত্তো বেড়ো কারবারি আছেন, আপকো লেড়কা হোকে বাহাদুরি নেই দেখানেসে—

রাজীব। বাহাদুরি! জীবনে আমরাও businessএ বড় কম বাহাদুরি দেখাই নি আগরওয়ালা। কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে। আর এরা ছুটছে যেন এক-একটা জ্বলন্ত হাউইয়ের মত।

আগর। না—না, এ আপনি কি বলতেছেন রায়বাহাদুর। ও তো হিম্মতেরই বাত্ আছে। সুবীরবাবু যে কেবল businessমেই পাক্কা আছেন তা নয়—বড়া খেলোয়াড়ভি আছেন, হাঁ!

রাজীব। খেলোয়াড়?

আগর। হাঁ—হাঁ। ও রোজ হামি মিড্ নাইট হোটেলমে দেখলাম—

রাজীব। মিড্ নাইট হোটেল?

আগর। হাঁ—সুবীরবাবু বিলিয়ার্ড খেলতেছিলেন—কেইসা জব্বর হাতের মার—

রাজীব। হুঁ—আচ্ছা মিঃ আগরওয়ালা, আজ আর আমি অফিস যেতে পারব না। সুবীরের জন্মতিথি উৎসব আজ—সন্ধ্যেবেলা আসছেন তো?

আগর। হাঁ—হাঁ—জরুর আসবে। আপকা লেড়কার সব জনম্-তিথিতেই তো হামি আসে রায়বাহাদুর, লেকিন্ কোই দফা আপকো সাথ নেহি ভেট হোতা।

[কমলার প্রবেশ]

নমস্তে মিসেস্ ঘোষ—নমস্তে—

কমলা। নমস্কার মিঃ আগরওয়ালা, সন্ধ্যেবেলায় আসছেন তো?

আগর। আরে বাপরে—আসবে না! সুবীরবাবুর জনম্-দিন আছে—না আসলে চলবে কেন—জরুর আসবে—জরুর আসবে।— [উঠিল]

কমলা। ও কি উঠছেন যে ?

আগর। না-না, এখন আর বসবে না। শেয়ার মার্কেটে একবার যেতে হোবে। উহাভি আজ বড়া খেল্ আছে। আপনাদেরও তো কাজ কাম আছে। তা রায়বাহাদুর, ও বাত তো পাক্কা, হিস্‌সা—ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি—

রাজীব। Oh yes—নিশ্চয়—

আগর। আচ্ছা হামি চলে—জয় রামজী—

রাজীব। জয় রামজী—

[আগরওয়ালার প্রস্থান]

কমলা। এবারেও তাহলে তুমি সুবীরের জন্মদিনে থাকছ না ?

রাজীব। আমার থাকা না থাকা—তোমরা তো আছ—

কমলা। কিন্তু কি ব্যাপার বল তো ? প্রত্যেকবারই তুমি একটা না একটা অজুহাত দিয়ে এই দিনটায় বেরিয়ে পড়—

রাজীব। ~~হ্যাঁ,~~ আমার কি মনে হয় জান কমলা ?

কমলা। কী ?

রাজীব। তার কথা মনে পড়ে—

কমলা। কার ?

রাজীব। আমাদের সেই প্রথম সন্তান, এই উৎসবের প্রতি মুহূর্তে যেন আমার সামনে এসে সে দাঁড়ায়—তোমার আমার কত কল্পনা ছিল—অথচ কোথা থেকে কি হয়ে গেল। না—না, কমলা আমাকে তোমরা থাকতে বলো না—অন্ততঃ এই উৎসবের রাত্রিটা আমাকে ক্ষমা করো তোমরা।

কমলা। যা ধুয়ে মুছে গেছে—আজও তুমি তাই নিয়ে—

রাজীব। ধুয়ে মুছে গেছে! এ কি জলের দাগ কমলা যে ধুয়ে মুছে যাবে? যায় নি, কিছুই যায় নি! যখনি সুবীরকে আশীর্বাদ করতে যাই, মনে হয়—সে যেন আমার সামনে এসে দু হাত পেতে দাঁড়ায়, বলে, বাবা, আমাকে—আমাকে আশীর্বাদ করবেন না?

কমলা। হ্যাঁ গা—সে কি আমার সুবীরের মতই সুন্দর হয়েছিল?

রাজীব। [চমকে] য়্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ— [স্খলিত পদে প্রস্থান]

[ঝিয়ের প্রবেশ]

ঝি। মা—মা—

কমলা। [চমকে] য়্যাঁ—

ঝি। সরকার মশাই ~~বাজার নিয়ে এসেছেন~~, আপনাকে খুঁজছেন··

কমলা। ওঃ—আচ্ছা যাচ্ছি চল্— [উভয়ের প্রস্থান]

[দাদু ও কমলেশের প্রবেশ]

কমলেশ। দাদু তার পর?

দাদু। তার পর আর কি, প্রেমের ব্যাপার বুঝলে ভায়া, দোনামন হলে চলবে না। তোমরা তো তবু ভায়া এ যুগের ছেলেমেয়ে। তোমাদের কত জায়গা আছে—লেক্, বোটানিকস্, রেস্তোরাঁ, কাফে, নিদেন চলন্ত মটরগাড়ি—আর আমাদের কালেতে ওসব ছিল না, শুধু বন-জঙ্গল—আর পাঁচিলের ধার, তাতেও অবশ্য আমরা পেছপাও হতাম না—

কমলেশ। বন-জঙ্গল—পাঁচিলের ধার,—বল কি দাদু, মশা কামড়াত না?

দাদু। মশা? আরে ভায়া প্রেমের কাঁকড়া বিছে যাকে কামড়েছে তার কাছে মশার কামড় তো সুড়সুড়ি—

কমলেশ। কিন্তু দাদু ইয়ে মানে মুশকিল—

দাদু। আরে মুশকিলই তো, প্রেমের পথ কি পার্কের স্লিপ হে, যে গড়গড়িয়ে নেমে যাবে! হোঁচট্ খাবে—মুখ থুবড়ে পড়বে—চোখে সর্ষেফুল দেখবে—তবে না!

কমলেশ। তা যা বলেছ। সর্ষে না হোক, ঝিঙে ফুল প্রায় দেখে ফেলেছি—কিন্তু তুমি দমিয়ে দিচ্ছ কেন দাদু, উৎসাহ দাও কি করে এগুই—

দাদু। এগোবে কেন—দাঁড়িয়ে থাকবে।

কমলেশ। দাঁড়িয়ে থাকব?

দাদু। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে থাকবে! চুম্বক দেখেছ—যাকে বলে ম্যাগনেট্?

কমলেশ। হ্যাঁ দেখেছি—

দাদু। তাহলে অমনি করে দাঁড়িয়ে থাকবে আর তোমার সেই তিনি সড়াক্ করে তোমার কাছে চলে আসবে—

কমলেশ। আর যদি না আসে?

দাদু। তাহলে বুঝবে যে তোমার ম্যাগনেট ফেল্ করেছে, তুমিই তখন সড়াক্ করে চলে যাবে—

কমলেশ। আমি তো এগোচ্ছিই—

দাদু। ওভাবে নয়। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে হবে, আদা-ছোলা খেয়ে চিৎকার করে বলতে হবে—তুমি আমার—তুমি আমার—তুমি আমার—

কমলেশ। বলছি তো, কিন্তু জবাব দেয় না যে—

দাদু। দেবে—দেবে! হ্যাঁ রে কমলেশ, তোদের মুখের কথাই কি সব? প্রাণে প্রাণে কিছুই কি টের পাস্ না—সেই যে কোন্ কবির ভাষায় আছে না—[সুরে] বারতা পেয়েছি মনে মনে—

কমলেশ। না এখনো পাই নি—

দাদু। এখনো পাও নি? তাহলে তুমি একটি নিরেট গর্দভ—তোমার কিছু হবে না—

[এমন সময় ফুলের তোড়া হাতে গোপার প্রবেশ)

গোপা। এই যে, এরই মধ্যে এসে হাজির হয়েছ ! কি বলা হচ্ছিল শুনি দাত্নকে ? কোন কথা ওর বিশ্বাস করো না দাত্ন—একটাও ওর সত্যি নয়।

দাত্ন। কিন্তু দিদি প্রেমে পড়লে যে সত্যি কথাও মিথ্যে হয়ে যায় ভাই—

গোপা। সত্যি তুমি জান না দাত্ন, পথে ঘাটে কলেজে কাফে রেস্তোরাঁয় যদি কেবল একই কথা নিয়ে কেউ ঘ্যানর-ঘ্যানর করে—মেজাজ ঠিক থাকে ?—তুমিই বল ?

দাত্ন। তা হলে তো বড্ড অন্যায় ভাই, বলি কথা না বলে কাজ করে দেখাও না কেন !

গোপা। দাত্ন, তুমিও। তোমার সঙ্গে তাহলে আমার কোন কথা—[প্রস্থান]

[কমলেশও যাচ্ছিল, দাত্ন তাকে ধরে ফেলে]

দাত্ন। তুমি যাচ্ছ কোথায় ? ওরে ভায়া মিনমিন করলে কি কাজ হয় ! তুমি থাকবে বুক চিতিয়ে—তবে না ? তোমার দিদিমা তাই না ঘুরে ঘুরে আসত আমার মান ভাঙাতে। [অন্তরালে পদশব্দ শুনে] ওই রে দিদি আসছে, মনে থাকে যেন ব্রাদার উদ্যোগী না হলে বরাতে অষ্টরম্ভা। খুব কড়াভাবে থাকবে, তখন দেখবে— [প্রস্থান]

[কমলেশ ডায়েরী খুলে গান গাইছিল]

চুপি চুপি এল কে ফুলবনে মোর—
বুঝি সে ফুল-চোর—

[গোপার প্রবেশ]

গোপা। এই চোর—

কমলেশ। আঃ দিলে তো গানের তালটা কেটে—

গোপা। আহা কি আমার গাইয়ে রে—যেন ওস্তাদ ফয়েজ খাঁ—

কমলেশ। হ্যাঁ হ্যাঁ—ক্লাসিক্যাল গানের সময় কেউ disturb করলে আমি সইতে পারি না—

গোপা। Disturb!

কমলেশ। হ্যাঁ—disturb.

গোপা। বেশ—

কমলেশ। কি বেশ!

গোপা। তোমার মুণ্ডু।

নেপথ্যে কমলা। গোপা?

কমলেশ। এই রে!

গোপা। মা—

[কমলা ও বৃদ্ধ সরকার প্রফুল্লের প্রবেশ]

কমলা। সব আনেন নি বুঝি—

প্রফুল্ল। হ্যাঁ মা, সবই এনেছি, কিন্তু গল্‌দা চিংড়ী কত আনতে হবে বলে তো দেন নি—তাই···

কমলা। আনেন নি। একটা কাজও যদি কেউ আপনারা বুদ্ধি খাটিয়ে করতে পারেন সরকার মশাই। সুবীরের এতগুলো জন্মতিথি উৎসব গেল, প্রত্যেক বারই তো আপনিই বাজার করেন। তবু আজ নূতন করে বলে দিতে হবে গল্‌দা চিংড়ী কত আসবে! যান্ —যান্ যা খুশী আপনাদের করুন গে—আমার হয়েছে যেমন—

[রাজীবের পুনঃ প্রবেশ]

রাজীব। কি হল! চেঁচামেচি শুরু হল কেন আবার?

কমলা। তুমি তো আমাকে খালি চেঁচামেচি করতেই দেখ—

রাজীব। আহা তা কেন—তা কেন, মানে—

কমলা। কারো যদি এ বাড়িতে এতটুকু হুঁস থাকে। বেলা গড়িয়ে এল এখনো কিছু সাজানো গোছানই হল না। এই যে সরকারমশাই সারাটা সকাল বাজারে কাটিয়ে এসে এখন বলছেন, গলদা চিংড়ী কত আনতে হবে তা তো বলে দেন নি—তাই আনি নি—

রাজীব। যাও যাও প্রফুল্ল, দু-পাঁচ সের বেশীই না হয় নিয়ে এস গে যাও—

প্রফুল্ল। আজ্ঞে তাই না হয় যাই— [প্রফুল্লের প্রস্থান]

কমলা। গোপা, তোকে বলে গিয়েছিলাম না সুবীরের ঘরটা গুছিয়ে রাখতে —গোছান হয়েছে ?

গোপা। এক্ষুনি সব ঠিক করে দিচ্ছি মা—তুমি একটু স্থির হয়ে বস তো !

কমলেশ। হ্যাঁ মাসীমা। চল না গোপা, আমি তোমাকে সাহায্য করব।

গোপা। থাক্। একাই আমি পারব'খন—

কমলা। তুমি কখন এলে বাবা কমলেশ ?

কমলেশ। এই তো—এই এক্ষুনি এলাম।

গোপা। বলে দেব সত্যি কথাটা ?

কমলা। এ বেলা আর তুমি যেও না বাবা—অফিসে না হয় একটা ফোন করে দাও—

কমলেশ। সে আমি দিয়েই এসেছি বাড়ি থেকে মাসীমা।

গোপা। অফিস না হাতী—তাও যদি না হত মামার লোহালক্কড়ের গদি—

কমলা। গোপা, মিলিকে ফোন করতে বলেছিলাম করেছিলি, না তাও ভুলে বসে আছিস ?

গোপা। সে যার duty সেই করবে।

কমলেশ। চল না গোপা, সুবীরদার ঘরটা আমরা দু জনে মিলে—

গোপা। কমলেশকে বারণ করে দাও মা। আমি একাই পারব—

[গোপা চলে যাবার পর হতভম্ব কমলেশ প্রথমটায় কি করবে

বুঝতে না পেরে হঠাৎ ঘরের মাঝখানে রক্ষিত ত্রিপয়ের উপরের ফুলদানি থেকে ফুলগুলো তুলে নিয়ে বলে, গোপা ফুলগুলো। বলেই দ্রুত চলে গেল, রাজীব ও কমলা হাসেন।]

কমলা। কমলেশ ছেলেটি বেশ। ওর বাবার কাছে একবার কথাটা পেড়ে দেখ না—তাহলে মিলির পরীক্ষা হয়ে গেলে একসঙ্গেই দুটো কাজ—

রাজীব। হুঁ।

কমলা। সুহৃৎ ঠাকুরপোকে ফোন করেছিলে?

রাজীব। হ্যাঁ, সেই একই জবাব। আশীর্বাদ পাঠিয়েছে। আসতে পারবে না।

কমলা। আসতে পারবে না, না আসবে না?

রাজীব। ঠিক তাই। তুমি বারবার অনুরোধ কর তাই ফোন করেছিলাম। আমি জানতাম সে আসবে না!

কমলা। আশ্চর্য! সেই ঠাকুরপো! দিনেরাতে অন্ততঃ দুবার এ বাড়িতে যার না আসলে ঘুম হত না, সুবীরের বাইশটা আর গোপার সতেরোটা জন্মতিথি উৎসব গেল, কিন্তু একটিবারও এলেন না!

রাজীব। পঁচিশ বছর আগে এক দুর্যোগের রাতে সেই যে তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল, তার পর থেকে সে আর আমার কাছে এল না।

কমলা। সত্যি, কি যে ঠাকুরপোর হল!

রাজীব। তাই তো মাঝে মাঝে আমার ভয় হয় কমলা, হয়তো—হয়তো শেষ পর্যন্ত সুবীরের হাতে তার মেয়ে মিলিকে তুলে দিতে—

কমলা। কি যে তুমি বল! মিলির মার মরবার সময় আমিই তো নিজে তার কাছ থেকে মেয়েকে চেয়ে নিয়েছি। বাধা দেবার তিনি কে?

রাজীব। তুমি তাকে চেনো না কমলা। আমার বাল্যবন্ধু সে, আমি তো তাকে জানি। অন্যায়কে জীবনে সে কোন দিনও ক্ষমা করে নি। একদিকে তার জীবনের সত্য—অন্যদিকে জীবনের আর সব।

কমলা। অন্যায়, অন্যায়, অন্যায়—জানি না কি এমন অন্যায় আমরা করেছি, যার জের এই পঁচিশ বছর ধরে চলেছে !

রাজীব। শুধু পঁচিশ বছরই নয় কমলা, হয়তো যতদিন বেঁচে থাকব ততদিনই এর জের চলবে।

কমলা। জানি না বাপু তোমাদের কথা। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কখনো কখনো ভুল বোঝা-বুঝি মন-কষাকষি হয়ই, তাই বলে—

রাজীব। সামান্য ভুল বোঝা-বুঝি মন-কষাকষি নয় কমলা, তুমি বুঝবে না—তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না।

কমলা। থাক্। বুঝেও আমার কাজ নেই।

[সহসা ঐ সময় মিলির প্রবেশ। ডাঃ সুহৃৎ সরকারের মেয়ে। সুন্দরী আধুনিকা।]

মিলি। জেঠিমা !

[কমলা ও রাজীবকে প্রণাম করে মিলি]

কমলা। বেঁচে থাক মা। ভাল আছ তো ?

মিলি। হ্যাঁ। [রাজীবের প্রতি] আপনার শরীর ভাল আছে তো জ্যাঠামশাই ?

রাজীব। হ্যাঁ মা, আমি ভালই আছি। তুমি বুঝি সোজা হোস্টেল থেকে আসছ মা ? তা বেশ বেশ। জিরোও, জল-টল খাও। [একটু থেমে] আমি একবার অফিসঘরে যাচ্ছি কমলা, কয়েকটা জরুরী কাজ আছে। যদি এদিকে কোন দরকার পড়ে, আমায় ডেকো [রাজীব বেরিয়ে গেলেন]

কমলা কাজ, কাজ আর কাজ। এ বাড়িতে দিনরাত কাজ ছাড়া আর কথা নেই।

[ক্ষ্যান্ত ঝিয়ের প্রবেশ]

ক্ষ্যান্ত। মা, দোকান থেকে মিস্টি সব এসে গেছে। কোথায় তোলা হবে—

কমলা। আমার মাথায়! কেন মোক্ষদা, বিন্দি, সৈরভী সব মরেছে?

[কমলার প্রস্থান]

ক্ষ্যান্ত। ওরা মরবে কেন, মরতে মরণ যত এই ক্ষ্যান্তর। সকাল থেকে পঁচিশ বার ঘর পরিষ্কার, কাড়ি কাড়ি বাসনা মাজা, তিন মণ মাছ কোটা, ছ হাজার পান সাজা—এ সব তো কারো নজরে পড়ছে না! [ক্ষ্যান্তর রাগ দেখে মিলি হাসতে থাকে] হাসছ তুমি দিদিমণি, এ পোড়ার বাড়িতে খেটেই মর, তবু এক ফোঁটা দয়া মায়া নেই কারো। যাই, এখুনি আবার চেঁচাবে ক্ষেন্তি—ক্ষেন্তি—

[নেপথ্যে কমলা। ক্ষেন্তি—ও ক্ষেন্তি!]

ক্ষ্যান্ত। ঐ! বলতে না বলতেই ডাক পড়েছে! এ বাড়িতে ক্ষেন্তি ছাড়া আর কেউ নেই, ক্ষেন্তি, ক্ষেন্তি, ক্ষেন্তি— [ক্ষ্যান্ত ঝিয়ের প্রস্থান]

[গোপার প্রবেশ]

গোপা। কি রে, তুই যে বড় একা, দাদা কোথায়?

মিলি। জানি না তো। কিন্তু তুই বা একা কেন? তোর সেই তিনিটি কোথায়?

গোপা। তার যা কাজ তাতেই জুড়ে দিয়েছি, মানে, দাদার ঘরে বসে এক মনে ফুলদানির bnty দেখছে। [দু জনে হাসল] কিন্তু তুই যে আসতে এত দেরি করলি?

মিলি। কি করি ভাই, পরীক্ষা সামনে, মিস্ ঘোষ কিছুতেই ছুটি দিতে চাইছিলেন না!

গোপা। আর এতক্ষণ দাদা হয়তো গাড়ি নিয়ে ঠিক তোর হোস্টেলে গিয়ে হাজির হয়েছে—

মিলি। তা আর কি হবে, গিয়ে শুনবে'খন আমি এখানেই চলে এসেছি।

গোপা। বেচারী! এত আশা করে গাড়ি নিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কিনা—

মিলি। দুঃখটা যেন তোরই বেশী হয়েছে বলে মনে হচ্ছে গোপা।

গোপা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, দু জনে পাশাপাশি কাছাকাছি বসে একটা pleasant drive—

মিলি। তা আর কি করা যায় বল্, হা-হুতাশে এখন ফল কি—

ঐ সময় নেপথ্যে মোটরগাড়ির হর্ন শোনা গেল]

গোপা। চুপ। ঐ দাদার গাড়ির হর্ন। দাদা নিশ্চয়ই ফিরে এল। মিলি, ঐ পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়্। Quick—Quick!

মিলি। না—ছিঃ!

গোপা। না! ছিঃ মানে? Hurrp up! লুকোনো—please—আরে একটু fun—যা যা—

[বলতে বলতে গোপা মিলিকে একপ্রকার জোর করে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ফেলে, তার পর তাড়াতাড়ি ফিরে এসে সোফায় বসে পড়ে পা নাচাতে নাচাতে গুনগুনিয়ে গান ধরে।

[সুবীরের প্রবেশ।]

সুবীর। এই গোপা, তুই এখানে একা বসে—মিলি কোথায়?

গোপা। মিলি কোথায়! ও হোঃ, তুমি জান না বুঝি, মিলি ফোন করেছিল, মিস্ ঘোষ তাকে ছুটি দেবে না।

সুবীর। কে বললে, আমি যে তবে গিয়ে শুনলাম সে এখানেই চলে এসেছে!

গোপা। দাদা তবে তুমি বাবাকে মিথ্যে কথা বলে গেছ অফিসে যাচ্ছি বলে—এদিকে গিয়েছ মিলির হোস্টেলে, দাঁড়াও, বাবাকে আমি এখুনি সব কথা বলে দিচ্ছি গিয়ে—

সুবীর। [ভেংচে] দাঁড়াও, বাবাকে আমি—থাম্ মুখপুড়ী, তোকে আর ফরফর করতে হবে না।

গোপা। কেমন জব্দ। বেশ হয়েছে। মিলি আসছে না!

সুবীর। তোকে বলেছে আসছে না।

গোপা। আর এখন গলার স্বর করুণ করলে কি হবে বল?

[সুবীর চলে যাচ্ছিল, গোপা বাধা দেয়]

যাচ্ছ কোথায়, সারা বাড়ি খুঁজলেও তাকে পাচ্ছ না!

[হঠাৎ পর্দার আড়াল থেকে মিলি হেঁচে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে গোপাও জোর করে হেঁচে ওঠে।]

সুবীর। কে?

গোপা। কে আবার—তুমি।

সুবীর। আমি?

গোপা। হ্যাঁ আলবৎ, তুমিই তো—

[আবার মিলির হাঁচি। এবারে পর্দার দিকে তাকিয়ে সুবীরের নজরে পড়ে পর্দার আড়ালে স্লিপার পরা এক জোড়া পা। সহসা মিলি পর্দা তুলে বেরিয়ে আসে।]

মিলি। উরে, বাবা!

সুবীর। কে মিলি—তুমি ওখানে কি করছিলে?

মিলি। আরশোলা—ভাই গোপা একেবারে মুখের ওপর উড়ে এসে বসেছিল।

গোপা। আরশোলা! দাদাকে দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না, একেবারে আরশোলা-টারশোলা যা যেখানে ছিল সব এসে হাজির হল। বিশ্বাসঘাতক কোথাকার! [বেগে গোপার প্রস্থান]

সুবীর। এই গোপা। শোন্ শোন্—

[সুবীরও গম্ভীর হয়ে চলে যাচ্ছিল, মিলি বাধা দেয়।]

মিলি। আরে, তুমিও চললে যে! [কাছে এগিয়ে এসে] রাগ করেছ? তা তুমি যাবে, বাড়ি থেকে হোস্টেলে একটা ফোন করলেই পারতে—

সুবীর। আর আমি এদিকে fifty miles speedএ গাড়ি চালিয়ে—

মিলি। চল। তোমার ঘরে চল—একটা কথা আছে।

সুবীর। না, তুমি এখানেই বল।

[মিলি কৌতুকে সামনের দর্শকদের দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিতে সুবীরকে বলে]

মিলি। দেখছ না সামনে কত লোক!

সুবীর। ও তাই তো বটে, আচ্ছা চল—

[দু জনে ভিতরে ~~যেতে থাকে, মঞ্চ ঘুরতে থাকে~~]

পঞ্চম দৃশ্য

[ডাঃ সুহৃৎ সরকারের বাড়ি। নীচের তলায় ডাক্তারের কক্ষ। হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল—'চোর' 'চোর', 'ডাক্তারবাবু আপনার বাড়িতে চোর ঢুকেছে পাঁচিল টপকে'। এমন সময় অরুণাংশু সেই ঘরে প্রবেশ করে চারিদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিল।]

সুহৃৎ। [নেপথ্যে] ওরে মধু, কোথায় চোর? [প্রবেশ] এ কি আলো নেভালে কে?

[অন্ধকারে অরুণাংশু সাড়া দেয় না, অস্পষ্ট তাকে দেখে—]

কে? কথা বলছ না কেন? কে? কে ওখানে?

অরুণ। আমি—

সুহৃৎ। আমি কে ? [ডাক্তার আলো জ্বালাতে যেতেই]

অরুণ। আলো জ্বালাবেন না। আলো জ্বালাবেন না।

সুহৃৎ। আলো জ্বালাব না !

[ডাক্তার সুইচ টিপে আলো জ্বালাতেই অরুণাংশুকে দেখে—]

কে তুমি ? [অরুণাংশু মুখ ঢাকে]

অরুণ। আমি চোর নই—আমাকে বাঁচান।

[এমন সময় ভৃত্য মধুর প্রবেশ]

মধু। বাবু, বাবু—বাড়িতে চোরি—

[এমন সময় আরও দু জন ভদ্রলোকের প্রবেশ]

১ম ভদ্রলোক। ঐ—ঐ তো—

২য় ভদ্রলোক। বেটা চোর, ডাক্তারবাবু! দেখেছ এইখানে পর্যন্ত এসেছে।

অরুণ। বাধ্য হয়েই আমাকে ওদের তাড়া খেয়ে পাঁচিল টপকে আপনার বাড়িতে ঢুকতে হয়েছে ডাক্তারবাবু। আজ তিন দিন ধরে এ শহরে যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, দূর দূর করেছে, ঢিল ছুঁড়েছে, কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে। ক্ষিদের জ্বালায় দরজায় দরজায় আমি হাত পেতেছি, কিন্তু তার পরিবর্তে পেয়েছি আমি শুধু গলা-ধাক্কা আর অপমান। কেউ দেখায় নি আমাকে এতটুকু সহানুভূতি—এতটুকু দয়া—

২য় ভদ্রলোক। ইঃ, আবার লেকচার দেওয়া হচ্ছে! বেটা চোর বদমাস—

সুহৃৎ। থামুন আপনারা। ও কি বলতে চায় শোনা যাক্।

[অরুণাংশুর দিকে তাকিয়ে]

কে তুমি, বল তো কোথা থেকে আসছ ?

অরুণ। অনাথ আশ্রম থেকে।

সুহৃৎ। [চমকে] অনাথ আশ্রয় থেকে !

অরুণ। হ্যাঁ, আজ তিন দিন ধরে অনাথ আশ্রম থেকে এসে এই শহরে আমি ডাঃ সুহৃৎ সরকারকে খুঁজছি।

সুহৃৎ। [চমকে] কাকে খুঁজছ বললে ?

অরুণ। ডাঃ সুহৃৎ সরকারকে। স্বামীজী বলেছিলেন—

সুহৃৎ। স্বামীজী ! কে স্বামীজী ?

অরুণ। স্বর্গাশ্রমের বিরজানন্দ মহারাজ।

সুহৃৎ। বিরজানন্দ মহারাজ ?

অরুণ। হ্যাঁ, স্বামীজী একটা চিঠি দিয়ে বলেছিলেন ডাঃ সুহৃৎ সরকারের কাছে যেতে।

অরুণ। চিঠি ? আমারই নাম ডাঃ সুহৃৎ সরকার—কই দেখি সে চিঠি ?

অরুণ। আপনি—আপনিই ডাঃ সুহৃৎ সয়কার ?

সুহৃৎ। হ্যাঁ—কই দেখি সে চিঠি—

[অরুণাংশু জামার পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তার চিঠিটা পড়া শেষ করে—]

তোমাবই নাম অরুণাংশু ?

অরুণ। হ্যাঁ !

১ম ভদ্রলোক। চেনেন নাকি ডাক্তারবাবু লোকটাকে ?

সুহৃৎ। হ্যাঁ, খুব ছোট বেলায় দেখেছি; তারপর আর দেখি নি, তাই প্রথমটায় চিনতে পারি নি। ও আমার পরিচিত। আচ্ছা আপনারা তাহলে আসুন। মধু ?

মধু। আসুন—আসুন আপনারা।

[ডাক্তার ও অরুণাংশু ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

সুহৃৎ। বসো অরুণাংশু—ঐ চেয়ারটায় বসো।

[অরুণ ইতস্তত করে চেয়ারে বসে]

তুমি আমাকে এই তিন দিন অনেক খুঁজেছ, না অরুণাংশু ?

অরুণ। হ্যাঁ, এই তিন দিন—

সুহৃৎ। আশ্রম থেকে আমাকে একটা চিঠি দিলেই পারতে, আমি নিজে গিয়ে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম।

অরুণ। চিঠি দেব—কিন্তু চিঠি দেবার মত মনের অবস্থা তো আমার ছিল না ডাক্তারবাবু। স্বামীজীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই—

সুহৃৎ। সে কি ! স্বামীজী মহারাজ নেই ?

অরুণ। না। আর তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমার এতদিনকার আশ্রয়ের দরজাটাও আমার কাছে যখন বন্ধ হয়ে গেল, আমাকেও তখন আপনার উদ্দেশে বের হয়ে পড়তে হল।

সুহৃৎ। বেশ করেছ। তোমার কথা আমার সদাসর্বদাই মনে পড়ত, কিন্তু কোন্ মুখ নিয়ে আমি আবার তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াব—

অরুণ। ডাক্তারবাবু—

সুহৃৎ। হ্যাঁ অরুণ, তুমি তো জান না, নিজে হাতেই একদিন তোমায় যে আমি তোমার জন্ম-মুহূর্তে বনবাসে রেখে এসেছিলাম—একটি মুহূর্তের জন্যও সে কথা তো আমি ভুলতে পারি নি—

অরুণ। আপনি—

সুহৃৎ। যাক সে কথা. তুমি যখন এসেছ, আজ থেকে তুমি আমার কাছেই থাকবে, এখানেই থাকবে—কেমন !

অরুণ। এখানে থাকব ? আপনার কাছে ? কিন্তু কেন ? কোন্ অধিকারে আপনার এখানে আমি থাকব ? তাছাড়া যে জন্য আপনার কাছে ছুটে এসেছি—স্বামীজীর মৃত্যুসময়ে তাঁর মুখে যে কথা শুনে অবধি

—এই কদিনের প্রতিটি মুহূর্ত আমার ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় কেটেছে—

সুহৃৎ। কি—কি শুনেছ ?

অরুণ। জ্ঞান হওয়া অবধি স্বামীজীর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত জেনে এসেছি আমি অনাথ, অজ্ঞাত-পরিচয়হীন। যেজন্য আমাকে অনাথ আশ্রমে প্রতিদিন কত লাঞ্ছনা, কত অবজ্ঞা সহ্য করতে হয়েছে। তারপর প্রথম যেদিন শুনলাম, আমি অনাথ নই—আমার মা আছেন, বাবা আছেন, আর একমাত্র আপনিই তাঁদের পরিচয় জানেন, ডাক্তারবাবু—

সুহৃৎ। [হঠাৎ রুক্ষ কণ্ঠে] না। তুমি যা জেনেছ সব ভুল। আমি—আমি কিছুই জানি না।

অরুণ। য়্যাঁ, আমি—আমি যা জেনেছি সব ভুল ?

সুহৃৎ। হ্যাঁ, কেউ তোমার নেই। Neglected and deserted ! You are alone my boy. You are alone ! একা ! এ পৃথিবীতে তুমি একা ! কেউ তোমার নেই—

অরুণ। কিন্তু স্বামীজী যে বলেছিলেন—

সুহৃৎ। হ্যাঁ, পঁচিশ বছর আগে এক ঘন দুর্যোগের রাতে তোমার জন্ম, তারপর just like a shooting star, ক্ষণেক আলোর দীপ্তি দিয়েই তুমি নিভে গিয়েছ। মৃত উল্কার মত এক মুষ্টি ছাই ছাড়া, my poor boy, আজ আর তোমার কোন অস্তিত্বই নেই—

অরুণ। নেই ! কেউ আমার নেই ? আমি মৃত ?

সুহৃৎ। হ্যাঁ, রায়বাহাদুর রাজীবনাথ ঘোষ তোমার বাবা হলেও, তার কাছে আজ তুমি মৃত। মস্ত বড় লোক সে, টাকা-কড়ি, বাড়ি, গাড়ি, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে—কিন্তু সেখানে তোমার স্থান কোথায় ?

অরুণ। আছেন। তাহলে সত্যিই আছেন আমার মা, আমার বাবা, আমার ভাই, বোন—

সুহৃৎ। হ্যাঁ, তা আছে।

অরুণ। ও! ও আছে! আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমার ভাই, আমার বোন, তারা—তারা কেমন দেখতে ডাক্তারবাবু?

সুহৃৎ। হ্যাঁ! তারা—তারা দেখতে বেশ সুন্দর, সুন্দর বৈ কি।

অরুণ। সুন্দর—সুন্দর তারা? তারা কোথায় থাকেন ডাক্তারবাবু? এই শহরেই কি?

সুহৃৎ। হ্যাঁ, এই শহরেই—P32, বালিগঞ্জ প্লেসে—

অরুণ। P32, বালিগঞ্জ প্লেস! আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমার এই বিকৃত চেহারার জন্য শুনেছি আমার বাবা জন্ম-মুহূর্তেই আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু আমার মা—আমার মাও কি—

সুহৃৎ। তোমার মা? না, তাঁর অবশ্য জ্ঞানই ছিল না। সে অবকাশই তাঁর হয় নি—তিনি জানেন তাঁর প্রথম সন্তান [একটু থেমে] মৃতই জন্মেছিল—

অরুণ। আমি যাব, আমি যাব ডাক্তারবাবু—

সুহৃৎ। যাবে! কোথায়?

অরুণ। একবার, একটিবার আমার মার কাছে যাব। তাঁর পায়ে ধরে বলব—মা, মাগো দেখ! দেখ, আজও আমি বেঁচে আছি! আমি মরি নি—তুমি যা জেনেছ, সব ভুল—সব ভুল!

[অরুণের বেগে প্রস্থান]

সুহৃৎ। ~~না, না অরুণ~~। অরুণ~~—ওরে হতভাগা, এ তুই কি করলি~~!

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[রায়বাহাদুর রাজীবনাথ ঘোষের বাড়ি। সুসজ্জিত কক্ষে হাসি আলো আনন্দ। সুবীরের জন্মতিথি উৎসব। সানাই বাজছে। মিলি, গোপা, সুবীর, সুবীরের বন্ধু কমলেশ ও বিমান, ও গোপার বন্ধু মলয়া বসে আছে।]

মলয়া। আচ্ছা দাদুকে দেখছি না—দাদু কই ভাই ?

মিলি। দেখে আসব ? নিশ্চয়ই দাদু লুকিয়ে সন্দেশ খাচ্ছে !

[দাদুর প্রবেশ]

দাদু। হ্যাঁ, সন্দেশ খাচ্ছে বৈকি—

কমলেশ। এই যে দাদু, কিন্তু আজ তোমায় একটা গান গাইতেই হবে।

দাদু। গান—মানে সঙ্গীত ?

গোপা। হ্যাঁ। আজ তোমাকে গান একটা গাইতেই হবে দাদু। কি বল মিলি ?

মিলি। নিশ্চয়, প্রস্তাবটি আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করিছ।

মলয়া ও গোপা। আমরাও—

দাদু। ওরে—ওরে থাম। বলি কোথায় ছিলি তোরা নাত্নীর দল সুন্দরীরা আমার যৌবনকালে ? আজ দস্তাপহারক যখন আমার কণ্ঠ থেকে চুরি করে নিয়েছে সঙ্গীত আর সুর, তখন এসে বলা হচ্ছে, গান শোনাও ! ওরে মাঘের সূর্য যে উত্তরায়ন কবে পার হয়ে এসেছে—

গোপা। উহুঁ, তা শুনছি না, গান তোমায় আজ শোনাতেই হবে।

দাদু। তা কি হয় ! শেষের গানটি যে সেই পরম লগ্নটির জন্য পুঁজিতে তুলে রেখেছি—খরচ করে কি দেউলিয়া হব ভাই ?

গোপা। শোন দাদাভাই, শোন—তোমার জন্মতিথিটা দাদুর কাছে কিছুই না—

সুবীর। দাদু!

দাদু। তা বললে কি হবে ভাই, একা তোমারই জীবনের পরমলগ্ন আসবে, আমাদের আসতে নেই এমন কথ তো হতে পারে না—

কমলেশ। দাদুর কি আবার পুনঃ পানিগ্রহণের পরিকল্পনা আছে নাকি?

দাদু। শুধু পরিকল্পনা? পাত্রী পর্যন্ত ঠিক হয়ে আছে ভায়া, এখন রাজী হলেই হয়! [অপাঙ্গে গোপার প্রতি দৃষ্টিপাত]

সুবীর। পাত্রী! বল কি দাদু? প্রেম-ট্রেম না কি?

দাদু। কেন হতে নেই? ওতে কি তোমাদের যুবাবৃন্দেরই একচেটিয়া অধিকার নাকি?

কমলেশ। হায়, হায়, হায়—পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে—

গোপা। কে—কে সেই আমাদের নব্যা দিদিমাটি হচ্ছেন, বল না দাদু?

দাদু। শুনবি রে শুনবি—ব্যস্ত কেন? [সুরে] সময় যখন আসিবে তখন আপনি আসিবে সে মোর কুঞ্জে—

[সকলের হাসি]

মলয়া। কিন্তু আমি বলি কি সুবীরবাবুরই আজ গান শোনানো উচিত।

দাদু। ঠিক বলেছ ভাই। আজকের উৎসবে মধ্যমণি ঐ সুবীর—ওরই সকলকে আজ গান গেয়ে শোনানো উচিত।

মলয়া। হ্যাঁ, হ্যাঁ সুবীরবাবু, Please!

সুবীর। কিন্তু আজ তো গান গাইবার কথা আমার নয়—গান গাইবে তোমরা; কমলেশ তুমি একটা গাও।

গোপা। কিন্তু কমলেশের গান তো এখানে জমবে না—

দাদু। কেন ভাই—তুমি তো নিকটেই আছ—

গোপা। তা নয়—তার কারণ, তার জন্য যে চাই একটি বিশেষ স্থান—

দাদু। অর্থাৎ গাছের মগডাল। শুনলে কমলেশ! তোমার বসবার স্থানটি?

কমলেশ। কিন্তু যদি পড়ে যাই?

দাদু। ভয় নেই, দিদি আমার আঁচল পেতে থাকবে—দোলনায় শুয়ে দুলবে দোদুল দোল।

[সকলের হাসি]

কমলেশ। তাহলে দাদু, তুমিই একখানা ধর—

দাদু। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ এই আমাকেই।

কমলেশ। তুমি যে আমাদের চির তরুণ দাদু। তুমি lead না নিলে আমরা ধরি কি করে বল—

দাদু। ওঃ এই কথা, তা আমি ধরিয়ে দিচ্ছি—নাও সুবীর ধর, বাঃ কেমন সব মানিয়েছে দেখ দেখি! ইস্কাপনের পেয়ার, রুইতনের পেয়ার, চিড়িতনের পেয়ার, কেবল হরতনের no pair—single standing! আচ্ছা তোমরা তাহলে গানটা ধর, আমি আমার বিবিটিকে নিয়ে এখুনি আসছি—

[দাদুর প্রস্থান]

[সুবীর, কমলেশ, গোপা ও মিলির সমবেত সঙ্গীত]

গীত

জন্মতিথির ফুলে ফুলে
একটি মালা গেঁথে—
সুন্দরেরই কণ্ঠে তুমি দাও পরিয়ে দাও,
ও তার গন্ধটুকু প্রাণে প্রাণে দাও ছড়িয়ে দাও।

আজ ভরা পালে একুল ছাড়ি
তোমার জীবন-খেয়া দিক না পাড়ি,
যে কুলে কাল ভিড়বে তারে
নতুন ছোঁয়ায় দাও ভরিয়ে দাও।
ফাগুন যেমন ধরায় ধূলায় হাসির পরশ আনে
তেমনি করেই বাজাও তুমি বাঁশি মোদের প্রাণে।
যা কিছু ঐ রইল পিছে
তার পানে আর তাকাও মিছে,
বর্ত্তমানের মাঝ হতে ঐ
অতীতেরে দাও সরিয়ে দাও।

[গান শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। 'হ্ এই, কিধার যাতা হায় ?' ঝড়ের মত উদভ্রান্ত অরুণাংশু ঘরের মধ্যে এসে ঢুকতেই একটা আর্ত্ত শব্দ করে উৎসব যেন থেমে গেল। সকলেই একসঙ্গে প্রশ্ন করে—কে ! কে ! কে !]

সুবীর। কে—কে তুই ? এই দারোয়ান, মধু, বৃন্দাবন—

কমলেশ। ইস্, কি কুৎসিত চেহারা দেখেছ ? ভূত ! ভূত !

[অরুণাংশু ব্যাকুল দৃষ্টিতে তখন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সকলের মুখের দিকে। কি যেন খুঁজছে। গোলমাল শুনে ততক্ষণে কমলা সেখানে ছুটে এসেছে।]

কমলা। কি—ব্যাপার কি ? কি হয়েছে, এত চেঁচামেচি কিসের ?

গোপা। [ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে] মা—মা সরে যাও। দেখছ না একটা ভূত। ভূত মা—

~~[হঠাৎ উবুর হয়ে পড়ে অরুণাংশু কমলার পা জড়িয়ে ধরল]~~

অরুণ। (অর্দ্ধস্ফুটস্বরে মা! আমার মা।)
([illegible])

[redacted] ।

সুবীর। [চিৎকার করে] বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি চোর! বেরিয়ে যা! দরোয়ান—দরোয়ান, এই বৃন্দাবন—মধু—

[সুবীর অরুণকে মারতে থাকে]

কমলা। আহা মারিস্ নি—মারিস্ নি সুবীর, আজ তোর জন্মদিন, আজ কাউকে মারতে নেই বাবা। মারিস্ নি ওকে—

সুবীর। বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা বলছি।

অরুণ। না, না—যাব না। আমি যাব না। যাব না, কিছুতেই যাব না—

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়]

॥ বিরাম পাঁচ মিনিট ॥

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

প্রথম দৃশ্য

[ডাঃ সুহৃৎ সরকারের বাড়ির বৈঠকখানা। ডাঃ সরকার ও তার পিছনে রাজীবের প্রবেশ। ডাঃ সরকার বিশেষ রেগেছেন তাঁর কথা শুনলেই মনে হয়।]

সুহৃৎ। Enough! Enough of your acting রাজীব! I am tired really, I am tired of it.

রাজীব। জানি ডাক্তার, জানি। কেউ আজ আর আমার কোন কথাই বিশ্বাস করতে চাইবে না; শুনতেও আমাকে হবেই। আর শুনব বলেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

সুহৃৎ। প্রস্তুত হয়ে এসেছ—না? সত্যি অপূর্ব নাটক!

রাজীব। হ্যাঁ নাটক—নাটকই, পঁচিশ বছর ধরে দিনে রাত্রে পলে পলে এই বুকের পাঁজরার তলায় লেখা হয়েছে রক্তের লাল অক্ষরে—[ডাঃ হেসে ওঠেন] হাসছ বন্ধু? কিন্তু বিশ্বাস কর—বিশ্বাস কর বন্ধু, সত্যিই আজ আমি হেরে গেছি। আদালতে দাঁড়িয়েও সে স্পষ্ট বললে, চুরি করতেই সে আমার বাড়ি ঢুকেছিল। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার মাথা হেঁট করে দিয়েছিল—আদালতেও সেদিন আবার আমার মাথাকে হেঁট করে দিল।

সুহৃৎ। চমৎকার! চমৎকার অভিনয় রায়বাহাদুর!

রাজীব। অভিনয়? হ্যাঁ, ঠিক অভিনয়ই করেছি, নিজের সঙ্গে—কমলার সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে। সকলের সঙ্গে—

সুহৃৎ। কিন্তু তার তো আর কোন প্রয়োজনই নেই রায়বাহাদুর। জেল থেকে ফিরে এসে আর যেখানেই সে যাক, অন্ততঃ নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তোমার ওখানে সে যাবে না, তুমি নির্ভয়ে ফিরে যেতে পার।

রাজীব ফিরে যাব। হ্যাঁ, ফিরে যেতে তো হবেই আমাকে। নিজের হাতে যে তুষানল জ্বেলেছি, বাকী জীবন ধরে তা আমাকেই জ্বালিয়ে রাখতে হবে বৈ কি। জানি এই আমার নিয়তি, তবু কিছুটা যদি তার সাহায্য করতে পারি—আমিই যখন তার এ অবস্থার জন্য দায়ী—

সুহৃৎ। দায়ী! তোমার আবার দায়িত্বটা কোথায় হে?

রাজীব। না নেই, তবু—তবু যদি সে তার বাকী জীবনটা গড়ে নেবার একটা সুযোগ পায়—তাই বলছিলাম, আমার একটা অনুরোধ রাখবে ভাই?

সুহৃৎ। অনুরোধ!

রাজীব। হ্যাঁ। যে বাল্যবন্ধুকে জীবনে একদিন তুমি সবচাইতে বেশী ভালবাসতে, মনে কর এ তারই শেষ অনুরোধ।

সুহৃৎ। বেশ বল।

রাজীব। সত্যিই আমি Coward সুহৃৎ, সত্যকে স্বীকার করবার মত সাহস সত্যিই আমার নেই।

সুহৃৎ। যাক সে কথা, আমাকে এখুনি একবার বেরুতে হবে। কি বলবে সংক্ষেপে বল।

রাজীব। আমি—মানে ,আমি তাকে কিছু টাকা দিতে চাই।

সুহৃৎ। টাকা!

রাজীব। হ্যাঁ। এই পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা চেক তোমায় আমি দিয়ে যাচ্ছি ভাই। টাকাটা তাকে তুমি—

সুহৃৎ। টাকা দিয়ে সেই ঋণ তুমি শোধ করতে চাও? সত্যি রাজীব, জগতে তুমি পিতৃত্বের একটা ইতিহাস রচনা করলে বটে!

রাজীব। হ্যাঁ তা করেছি, কিন্তু এ উপকারটুকু আমি তোমার কাছ থেকে ভিক্ষা চাইছি ভাই। সুহৃৎ—

সুহৃৎ। Well, বাপ হয়ে তুমিই যদি ঐভাবে দিতে পার আর ছেলে হয়ে সে যদি তা accept করে নেয়, তবে আমার কি বলবার থাকতে পারে! তবে হ্যাঁ, চমৎকার ঋণ-শোধ বটে—

রাজীব। না, না—তা নয়, ঋণ-শোধ নয়। যে অপরাধে অপরাধী আমি, তার কাছে এ কতটুকু! আজ আমার সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়েও যে সে অপরাধের, সে অন্যায়ের ক্ষমা হয় না ভাই, তা কি আমার চাইতে কেউ বেশী জানে! এ শুধু—এ শুধু যদি সে তার বাকী জীবনটার একটা কিছু—

সুহৃৎ। বেশ দাও—

[রাজীব চেক্‌টা সুহৃৎকে দিল, সে চেক্‌টা ভাঁজ করতে করতে বলে]

কিন্তু সে যখন জিজ্ঞাসা করবে, এ টাকা কোথা থেকে এল, কি বলব তাকে সেটাও বলে যাও। বলব তো তার বাপ—

রাজীব। না, না—ও কথা বলো না, ও কথা বলো না। সে অধিকার আর আমার কোথায়? সেদিন তো কই আদালতেও দাঁড়িয়ে সর্ব-সমক্ষে সে কথা বলতে পারি নি! আর সেও তো তা বলে নি।

সুহৃৎ। কিন্তু একটা কিছু বলতে তো হবে।

রাজীব। বলো, তার মানে—কোন হিতাকাঙ্ক্ষী—না, না, তাই বা কী করে বলবে বল—আর যাই বল, বলো না কেবল যে আমি—আমি তাকে ঐ টাকা দিয়েছি। তাহলে—তাহলে হয়তো সে ও টাকা ঘৃণায় ছোঁবে না।

[রাজীবের দ্রুত স্খলিতপদে প্রস্থান ও অন্যদিক দিয়ে মিলির প্রবেশ। হাতে চায়ের ট্রে, তাতে দু কাপ চা ও দু ডিস্ খাবার]

মিলি। এ কি বাবা, তুমি একা—জ্যেঠামশাই কোথায়? চলে গেলেন নাকি? আমি যে তার জন্য চা আর খাবার নিয়ে এলাম।

সুহৃৎ। [চমকে] য়্যাঁ! হ্যাঁ মা। চলে গেলেন—

[বাইরে সুবীরের গলা শোনা গেল]

নেপথ্যে সুবীর। মধু! মধু!

[সুবীরের প্রবেশ]

সুহৃৎ। কে? সুবীর, এস—এস! ওঃ দেখেছ, একেবারে ভুলে গেছি, আমার একটি জরুরী কেস রয়েছে যে—

[হাতঘড়ি দেখতে দেখতে দ্রুত প্রস্থান]

সুবীর। [মিলির দিকে চেয়ে] এই যে মিলি, পরীক্ষা কেমন হল?

মিলি। ভাল।

সুবীর। মিলি?

মিলি। চা খাবে তো? যাই চাটা পাঠিয়ে দিই গে—

সুবীর। কেন ঐ তো দেখছি চা রয়েছে কাপে।

মিলি। না, ও চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে—গরম চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সুবীর। গরম চায়ের জন্য তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। ঐ ঠাণ্ডা চাই খাব।

[এগিয়ে গিয়ে চায়ের কাপ তুলে নিল]

মিলি। বেশ খাও—

[মিলি যেতে উদ্যত]

সুবীর। বা রে! তা তুমি চলে যাচ্ছ কেন?

মিলি। আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে—আমি আমার ঘরে যাচ্ছি।

[চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে]

সুবীর। এতক্ষণ আমার না আসাটা যে সত্যি অন্যায় হয়েছে তা স্বীকার করছি। কিন্তু সেই তুচ্ছতম অন্যায়ের শাস্তি দিতে গিয়ে যদি এ যুগের কোন তরুণীর দয়িতের আগমনে হঠাৎ দু চোখ ভরে ঘুম নেমে আসে তাহলে বুঝতে হবে—

মিলি। কি শুনি?

সুবীর। বুঝতে হবে তাহলে যে, এতদিন ধরে কত বিনিদ্র রজনী সে যাপন করছে, তাই প্রিয়-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে দু চোখ ভরে নেমে এসেছে একেবারে নিবিড় সুপ্তি।

মিলি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তা তো এখন বলবেই। আর কাল থেকে সেই যে আমি দরজার দিকে চেয়ে আছি—বল না তার চাইতে বসে বসে অফিসে লাভ-ক্ষতির হিসাব কষছিলে!

সুবীর। হে মনোলক্ষ্মী, সে তো তোমার জন্যেই! মনোলক্ষ্মীকে গৃহলক্ষ্মীর আসনে এনে বসাতে হলে যে সর্বাগ্রে নোট-লক্ষ্মীরই প্রয়োজন বেশী।

মিলি। তাই বলে তুমি কেবল সব ভুলে লক্ষ্মী প্যাঁচার মত অফিসের কোটরে বসে থাকবে? যাও তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। গত দু মাসে একবার আমার হোস্টেলে পর্যন্ত যাও নি!

সুবীর। আরে তা জান না বুঝি, বিরহটা শেষবারের মত একটু ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম। আর তো ও সুবর্ণ সুযোগ আসবে না এ অধমের জীবনে।

মিলি। মানে?

সুবীর। এটা বুঝলে না? এবারে আর তো কোন অজুহাত নেই। সাত পাক দিয়ে সটান একেবারে নিয়ে গিয়ে আমার নিজস্ব গৃহকোণে। তারপর দু জনে মুখোমুখি—

[সুবীরের গীত]

আরো নির্জ্জন আরো কিছু নিরিবিলি
যেখানে তোমার আঁখির কাজলে স্বপ্নের ঝিলিমিলি।
সেই নিরালায় দুজনে জেগে রব কুহুকুজনে
সেই মিলন বাসরে মুখোমুখি জেগে রব,
কানে কানে আর গানে গানে মোর
প্রাণের কথাটি কব।

মিলি। এই, কি হচ্ছে! পাড়ার লোকে কি বলবে?

[মৃদু হেসে আবার সুবীর গান গায়]

যা খুশি তা বলুক ওরা
আর ভয় নাই লোকলাজে,
কান পেতে শোন প্রাণের বেণুতে
কি যে সুর আজ বাজে।

মিলি। কিন্তু সত্যি আমার ঘুম পেয়েছে, আমি চললাম।

সুবীর। তা যাও না—[আবার গাইতে শুরু করে]

ঐ তারাদের দেয়ালী,
জ্বলে ঝিকিমিকি খেয়ালী
ভাবি কবে যে ও-মুখ এ-বুকে টানিয়া লব।

[মিলি চলে যেতে গিয়েও ফিরে এসে চেয়ারে বসল। সুবীরের গানশেষে মঞ্চ ঘুরতে থাকে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজীবের বাড়ি। তার প্রাইভেট অফিস-রুম। এক পাশে একটা আলমারি। টেবিল আছে। চেয়ারে বসে রাজীব টেবিলে মাথা গুঁজে আছে। ঘর অন্ধকার। কমলার প্রবেশ]

কমলা। এ কি ঘর অন্ধকার কেন ?

[কমলা সুইচ টিপে আলো জ্বালালে চমকে রাজীব মুখ তোলেন।]

রাজীব। কে ? ও কমলা !

কমলা। ঘর অন্ধকার করে অমন করে টেবিলে মাথা গুঁজেছিলে কেন ?

[কমলা কাছে এগিয়ে আসেন]

এ কি ! আবার তুমি মদ খেয়ে এসেছ ? এত বলি, তোমার সয়না, তুমি ও stand করতে পার না, তবু কেন ওসব ছাই যে খেতে যাও—

রাজীব। না, না—আর খাব না। ভুলতে তো পারি না, তাই মদ খাই। কিন্তু কই ভোলা তো যায় না। কিছুতেই তো ভোলা যায় না।

কমলা। কি বলছ ! কি ভুলতে চাও ?

রাজীব। [চমকে] য়্যাঁ ! কি ভুলতে চাই ? না, কিছু না। ভুলতে চাই আমাকে, ভুলতে চাই সব কিছু কমলা। সব কিছু।

কমলা। কী হয়েছে তোমার বল তো ! ভাল করে আজকাল কারো সঙ্গে কথা বল না, একটুতেই রেগে ওঠ, খাও না, খেতে বসে অর্ধেক খেয়ে উঠে যাও। রাত্রে ঘুমোও না, সারারাত ছাতে পায়চারি কর।

রাজীব। কই—কিছুই তো হয় নি।

কমলা। দেখ, আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। সুবীরের জন্মদিনের সেই রাত থেকেই দেখছি, তুমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছ। অফিসে কোন গোলমাল—

রাজীব। না, না—সেসব কিছু নয়।

কমলা। ব্যবসার কোন কিছু—

রাজীব। না।

কমলা। তবে? কি হয়েছে তোমার বল তো?

রাজীব। বলছি তো কিছু হয় নি! Nothing abnormal! Nothing. আমাকে—আমাকে শুধু একটু একা থাকতে দাও—please leave me alone my dear!

কমলা। দেখ দিনরাত এখনো ভূতের মত আর না খেটে, এবারে ছেলে বড় হয়েছে, তার হাতে সব ছেড়ে দিলেই তো পার—

রাজীব। সব—সবই তো দিয়েছি। বাকী যা আছে তাও দেব। এবারে তোমরা সকলে আমাকে একটু রেহাই দাও কমলা। আমায় একটু একা থাকতে দাও। Please leave me alone!

কমলা। [রাগত কণ্ঠে] All right, I leave you alone! Stay alone!

[কমলা আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল। রাজীব আবার টেবিলে মাথা রাখল। কয়েক মুহূর্ত পরে অরুণাংশু অন্য দ্বার দিয়ে প্রবেশ করল। সেই শব্দে চমকে রাজীব মাথা তুলে অরুণাংশুকে না দেখেই—]

রাজীব। আঃ কমলা। [পরক্ষণেই হঠাৎ অরুণাংশুকে দেখে] কে?

অরুণ। আমি। ভয় পাবেন না।

রাজীব। [বিস্ময়ে] তুমি—তু—

অরুণ। হ্যাঁ আমি। এখুনি চলে যাব। কেবল—

[এগিয়ে এসে একগোছা নোট বের করে অরুণ টেবিলের উপর রাখতে রাখতে—]

এই টাকাগুলো, যা আপনি ডাঃ সরকারের হাতে দিয়ে এসেছিলেন, ওগুলো ফেরত দেবার জন্যই আমাকে আসতে হয়েছে—

রাজীব। কিন্তু ওগুলো সত্যিই তো আমি তোমাকে দিয়েছি অরুণাংশু।

অরুণ। জানি। কিন্তু ও তো আমি নিতে পারি না—

রাজীব। নিতে পার না! কেন—কেন অরুণাংশু?

অরুণ। কারণ ঐ টাকার ওপরে আমার কোন অধিকার নেই বলে—

রাজীব। অধিকার নেই!

অরুণ। না। আমার জন্ম-পরিচয়টাকেই যখন আপনি স্বীকার করেন নি, তখন ঐ টাকা দিয়ে আমাকে আজ আবার নতুন করে অপমান করবার কি আপনার অধিকার আছে বলতে পারেন?

রাজীব। [বিস্ময়ে] অপমান?

অরুণ। অপমান নয়? বলতে পারেন আজ পর্যন্ত কোন্ বাপ তার ছেলেকে এত বড় অপমান করেছেন? না—না, কোন প্রয়োজন নেই আপনার ও দয়ায়। আপনার দয়া না পেয়েও যদি এতকাল আমার কেটে গিয়ে থাকে, জানবেন বাকী জীবনটাও কেটে যাবে—কে আমি আপনার যে আপনি আমাকে দেবেন!

রাজীব। অরুণ!

অরুণ। না, না—ক্ষমা করবেন। আমি যাই—

[অরুণ প্রস্থানোদ্যত হয়]

রাজীব। না, যেও না, দাঁড়াও। (হাত ধরে)

[অরুণ দাঁড়াল]

বিশ্বাস কর অরুণ ও টাকার ওপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। না-না, এভাবে আজ আর তোমাকে আমি কিছুতেই চলে যেতে দেব না অরুণ।···পঁচিশ বছর ধরে যে অন্যায়কে আমি চোরের মত লুকিয়ে বেড়িয়েছি এই বুকের মধ্যে, তা থেকে আজ তুমি আমায় মুক্তি দিয়ে যাও অরুণ, আমাকে মুক্তি দিয়ে যাও। পারছি না, বিশ্বাস কর, এ জ্বালা আর আমি সহ্য করতে পারছি না।

অরুণ। এ আপনি কি বলছেন ?

রাজীব। হ্যাঁ, যা বলছি তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয় অংশু, একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। জগৎসুদ্ধ সবাই জেনেছে, সেই সঙ্গে তুমি—হ্যাঁ, তুমিও জেনেছ, তোমার জন্ম-মুহূর্তেই তোমাকে আমি ত্যাগ করেছি। করেছিলাম সত্য, কিন্তু মুহূর্তের সেই ত্যাগটুকুই সত্য হয়ে রইল—আর তার পরের এই একটা যুগের ইতিহাস হয়ে গেল মিথ্যা—প্রথম যৌবনের একটি ক্ষণিক ভুল !

[অরুণ যেন কিছুক্ষণ বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে]

অরুণ। ভুল ? [ফিরে দাঁড়াল রাজীবের মুখোমুখি এবারে]

রাজীব। হ্যাঁ, বিশ্বাস কর অরুণ—

অরুণ। ভুলই যদি জানতেন তবে কই এতদিন তো সে ভুল শোধরাবার কোন চেষ্টাই আপনি করেন নি! আজ আমাকে দেখেই বোধহয় কথাটা আপনার মনে পড়ল।

রাজীব। [ব্যাকুল কণ্ঠে] অরুণ !

অরুণ। না, আপনি জানেন না কতবড় ক্ষতি আপনি আমার করেছেন। মার কাছে সন্তান যত কুৎসিতই হোক, তাঁর স্নেহ থেকে কখনো সে

বঞ্চিত হয় না। সেই মাতৃস্নেহের অধিকারটুকু পর্যন্ত আপনি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন।

রাজীব। হ্যাঁ সব—সব সত্যি! শোন অরুণ, সন্তান তুমি, তবু আজ আর তোমার কাছে কোন কিছুই গোপন করব না। চেয়ে দেখ, আমার নিজের এই কুৎসিত চেহারা। জ্ঞান হওয়া অবধি আমার নিজের এই চেহারা প্রতি পদে যেন আমাকে নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ করেছে। প্রত্যেকে অবহেলা করেছে, সেই লজ্জা, সেই ব্যথা দিনরাত্রি আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, তাই অনেক দেখে সুন্দরী কমলা, তোমার মাকে আমি বিবাহ করে ঘরে এনেছিলাম। কিন্তু নার্সিং হোমে যে মুহূর্তে তোমার ঐ—

[উঃ বলে মুখ ঢাকে অরুণ]

চমকে উঠলাম আমি। হত্যা—হ্যাঁ, চমকে উঠো না অংশু, সে-রাত্রে তোমাকে হত্যাই হয়তো আমি করতাম, যদি—যদি না ডাক্তার তোমাকে আমার কাছ থেকে সেই সময় সরিয়ে নিয়ে যেত।

অরুণ। তারপর? আমার মা?

রাজীব। সুহৃৎ তোমাকে সরিয়ে ফেললে, তারপর তোমার মা জানল এবং জগৎসুদ্ধ সকলেই জানল যে আমার প্রথম সন্তান জন্ম-মুহূর্তেই মারা গিয়েছে। কিন্তু তখন তো বুঝি নি যে ঠকে নি কেউ, ঠকেছি একমাত্র আমিই। ভুলতে তোমাকে আমি পারি নি। বিশ্বাস কর, এ কদিন একটি মুহূর্তের জন্যও তোমাকে ভুলতে পারি নি। তুমি—তুমি যে আমার বড় আশার, বড় আদরের প্রথম সন্তান বাবা—

[অরুণ স্তব্ধ]

তোমার অমর্যাদা তোমার অপমান করতে আমি চাই নি অরুণ। তোমার পাওনা যে এর চেয়ে অনেক—অনেক বেশী। সে পাওনা

মেটাতে গেলে আজ, আজ যে আমার নিজের মুখোশটাই খুলে পড়বে বাবা।

অরুণ। না, না—তার তো আর কোন প্রয়োজন নেই বাবা।

রাজীব। [চমকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে অরুণকে] বাবা! বাবা!

অরুণ। হ্যাঁ বাবা, আমি আপনাকে ছোট করব না। আমি নেব, নেব আপনার কাছ থেকে! কিন্তু টাকা নয়—একটা বেহালা!

[রাজীব বিস্মিত স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে অরুণের দিকে]

রাজীব। একটা বেহালা?

অরুণ। হ্যাঁ, স্বামীজী আমায় দিয়েছিলেন। জীবনে ও-ই ছিল আমার সঙ্গী, আমার সান্ত্বনা। সে বেহালা আমার পথের ধুলোয় গুঁড়িয়ে গেছে বাবা। আমাকে একটা নতুন বেহালা আপনি কিনে দেবেন বাবা—সেই দান আপনার আমি মাথায় নিয়েই চলে যাব।

[ঠিক এমনি সময়ে দরজায় ধাক্কার আওয়াজ। সুবীরের গলা শোনা যায়।]

নেপথ্যে সুবীর। বাবা! বাবা! দরজা খুলে দাও বাবা!

অরুণ। আমি—আমি ঐ আলমারির পিছনে লুকোচ্ছি। আপনি দরজা খুলে দিন—

[অরুণ লুকোয় আলমারির পিছনে। রাজীব দরজা খুলে দিল। স্যুট পরিহিত সুবীরের প্রবেশ]

রাজীব। কি চাও সুবীর?

সুবীর। কিছু টাকা।

রাজীব। [সহসা থেমে গিয়ে] টাকা—টাকা, কত টাকা—কত টাকা চাই বল!

সুধীর। দশ হাজার।

[টেবিল থেকে নোটের তাড়াগুলো নিয়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল এক-একটা করে]

রাজীব। দশ হাজার—দশ হাজার। এই নাও। নাও—দশ হাজার, বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার, চল্লিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার, নাও, নাও। নিয়ে আমায় একটু রেহাই দাও। যাও, get out! I say get out!

[সুধীর একটু যেন বিস্মিত হয়েই টাকাগুলো নিয়ে চলে গেল। অরুণ আলমারির পিছন হতে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করতে যেতেই]

না, না—থাক, দরজাটা খোলাই থাক। পঁচিশ বছর ধরে যে বিষের হাওয়া এ বাড়ির কক্ষে কক্ষে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে—তাকে বের হয়ে যেতে দাও। আজ সর্বসমক্ষে আমাকে স্বীকার করতে দাও যে, তুমি—তুমি—

অরুণ। [রাজীবের মুখ দু হাতে চেপে ধরে] না, না বাবা। তার তো আর কোন প্রয়োজন নেই, আমার স্বীকৃতি তো আমি পেয়েছি। আপনি ছোট হবেন? ছিঃ! সে শিক্ষা তো আমি স্বামীজীর কাছে পাই নি। না, সে আজ আর হয় না বাবা, [একটু থেমে] এবারে তাহলে আমি যাই।

রাজীব। যাবে? যাবার আগে শুধু একটা কথা বলে যাও অরুণ—জানি কোন অধিকারই আজ আর তোমার ওপর আমার নেই, তবু বলে যাও, মাঝে মাঝে তুমি আসবে—

অরুণ। আসব। অন্ধকারে চারিদিক যখন ঢেকে যাবে তখন আসব বাবা।

[অরুণ যেতে গিয়ে ফিরে এসে রাজীবকে প্রণাম করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে দু হাত পাতে, কিন্তু রাজীব দু হাতে অরুণাংশুকে ধরে আশীর্বাদ করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে বলে]

রাজীব। আশীর্বাদ—না, না—সে অধিকার আমার নেই—~~নেই~~।

~~[মঞ্চ ঘুরতে থাকে~~]

তৃতীয় দৃশ্য

[মিড-নাইট হোটেল। চারিদিকে আলো ঝলমল—ইতস্তত খদ্দেররা বসে পানাহার করছে। লিংফুও বসে আছে। ভু'পের প্রবেশ]

GOOD EVENEING. LET ME INTRODUCE YOU THIS MID NIGHT HOTEL

ভু'পে। Ladies and Gentlemen ! Now our most attractive programme of this evening the Egyptian dance—here is মাদাম মা'ফিন্—

[মা'ফিনের নৃত্য শুরু হয়]

[ইতিমধ্যে মা'ফিনের নাচের মধ্যেই ডিটেক্‌টিভ্ ইনস্‌পেক্‌টার মিঃ সুব্রত রায়, একটি নীল চশমা পরে প্রবেশ করে, মুখে সিগারেট, একটি চেয়ারে বসল। একটু পরে গণেন এসে প্রবেশ করল। কেতাদুরস্ত চেহারা, স্যুট পরিহিত, মুখে সিগার। সেও লক্ষ্য করে মা'ফিনের নাচ। নাচ চলতে থাকে। নাচের মধ্যেই একসময় মা'ফিনের চোখের ইঙ্গিতে প্রথমে ভু'পে, তার পিছনে পিছনে লিংফুও মঞ্চ থেকে বের হয়ে যায়। মা'ফিন নাচের ভঙ্গিতে সুব্রতকে অন্যমনস্ক রাখবার চেষ্টা করে। তার মধ্যেই মঞ্চ ঘুরে যাবে নৃত্য ও বাজনার সঙ্গে সঙ্গে।]

চতুর্থ দৃশ্য

[হোটেলের ভিতরে একটি নিভৃত কক্ষ—সুবীর একাকী ঘরের মধ্যে বসে ড্রিঙ্ক করছে—এমন সময় দরজায় নক্।]

নেপথ্যে তু'পে। May I come in sir ?

সুবীর। কে ? তু'পে ? Yes, come in.

[ম্যানেজার তু'পে ও চীনা লিংফুর প্রবেশ]

তু'পে। Good evening মিঃ ঘোষ। এরই নাম লিংফু। এর কথাই তোমাকে সেদিন আমি বলেছিলাম। [লিংফুর দিকে] লিংফু, Proprietor of this হোটেল।

লিংফু। Good evening.

সুবীর। Good evening. তু'পে—এনেছ ?

তু'পে। Yes sir—

সুবীর। কি ? White dust না black pill ?

তু'পে। White dust.

সুবীর। কত ?

[তু'পে লিংফুকে ইশারা করে। লিংফু একটু ঝুঁকে বলে।]

লিংফু। দো আউন্স।

সুবীর। Good ! তু'পে, pay him the cost.

তু'পে। [একটু ইতস্তত করে] একটু বেশী যাচ্ছে স্যার।

সুবীর। কত ?

তু'পে। Eleven Hundred.

সুবীর। দিয়ে দাও। তবে ওকে জানিয়ে দাও—এর পর অত বেশী আমরা দিতে পারব না।

তু'পে। Yes sir.

[তু'পে পকেট থেকে এগারো শ টাকার নোট বের করে লিংফুকে দেয়। লিংফু জামার তলা থেকে একটা প্যাকেট বের করে দেয়। সুবীর প্যাকেটটা খুলে একবার দেখে তু'পের হাতে দিয়ে দিল।]

সুবীর। ওকে দু নম্বর প্যাসেজ দিয়ে বের করে দিয়ে এস তু'পে।

[তু'পে ও লিংফুর প্রস্থান। অন্য দ্বারপথে মা'ফিনের প্রবেশ।]

এ কি মা'ফিন—ডায়াস্ থেকে তুমি এ সময় হঠাৎ চলে এলে যে ?

মা'ফিন। হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল সুবীর।

সুবীর। কি বল তো ?

মা'ফিন। আমার ঘরে চল সুবীর। কথাটা একটু নিরিবিলি বলতে চাই।

সুবীর। আবার তোমার ঘরে কেন ? এখানেই বল।

[ক্ষণকাল কি ভেবে মা'ফিন এগিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।]

ও কি দরজা বন্ধ করলে কেন ?

মা'ফিন। [হাস্য] আমাদের কথার মধ্যে কেউ এসে পড়ে চাই না।

সুবীর। কিন্তু মা'ফিন—হঠাৎ যদি কেউ এসে বাইরে থেকে অমনি দরজা বন্ধ দেখে কি ভাববে বল তো !

মা'ফিন। ভাবলেই বা। গায়ে তাতে নিশ্চয়ই তোমার ফোস্কা পড়বে না সুবীরবাবু !

সুবীর। না, তা পড়বে না। তাছাড়া গায়ের চামড়া আমার not so tender, কিন্তু ব্যাপার কি বল তো ?

মা'ফিন। তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না, গত দু সপ্তাহ ধরেই দেখছি, একজন ভদ্রলোক নীল চশমা পরে প্রতি রাত্রেই হোটেলে আসছে। White dust, black pills, মদ কিছুই ছোঁয় না, নিরিবিলি

ঘরের এক কোণে এক গ্লাস cold drink নিয়ে চুপ করে কেবল বসে থাকে।

সুবীর। হুঁ। তার পর—

মা'ফিন। কিন্তু লোকটার চোখের শিকারীর দৃষ্টি আমাকে ফাঁকি দিতে পারে নি, I am sure he is after something.

সুবীর। হুঁ, গণেনকে একথা বলেছ?

মা'ফিন। না, বলি নি।

সুবীর। কেন?

মা'ফিন। কারণ কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না।

সুবীর। কাউকেই তুমি বিশ্বাস কর না?

মা'ফিন। না। এখানকার কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস! নিজের পরেই আমার কোন বিশ্বাস নেই। তা যাক্, একটা কথা মনে রেখো সুবীরবাবু, অতি বড় শয়তানকেও বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না চোরা কারবারের অংশীদারকে।

সুবীর। একথা বলছ কেন মা'ফিন?

মা'ফিন। পরশুদিন তোমার অফিসে কেউ গিয়েছিল?

সুবীর। [চমকে] হ্যাঁ। কিন্তু তুমি, তুমি সে কথা জানলে কি করে?

মা'ফিন। তোমারই বিশ্বাসী কর্মচারী—তোমারই বেতনভোগী—

সুবীর। তু'পে—তু'পে তোমায় বলেছে? That black dog!

মা'ফিন। খুব আশ্চর্য লাগছে যেন। ভুলে যাচ্ছ কেন আমি যে একজন নর্তকী, কতজনার কত কথাই না আমাকে শুনতে হয়! যাক্ সে কথা সুবীরবাবু, আগুন নিয়ে খেলতে বসে আগুনের ধর্মটাকে না ভোলাই ভাল—[সুবীর চুপ করে থাকে—সে বেশ চিন্তিত] কি ভাবছ সুবীরবাবু?

সুবীর। ভাবছি এক গলা পাঁকে নেমেছি। উঠতে চাইলেই হয়তো উঠতে পারব না, তা ছাড়া উঠব বলেও নামি নি! কিন্তু তোমার কথাই যদি সত্যি হয় মা'ফিন, তাহলে বলব আজও তারা আমাকে চেনে নি। ডুবতে হয় এক সঙ্গেই ডুবব, আমি পাঁকের মধ্যে তলিয়ে যাব আর তারা শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে হাততালি দেবে—অন্তত সুবীর ঘোষ তা হতে দেবে না।

মা'ফিন। ভুল, ভুল তোমার সুবীরবাবু। তোমার ঐ দু'টি পরম বিশ্বাসী গণেন বোস ও তু'পেকে আজও তুমি তাহলে চেন নি। তারা স্বার্থের জন্য পারে না এমন কোন কাজই নেই।

সুবীর। এ সব কথা এতদিন তুমি আমাকে তো কই কখনো বল নি?

মা'ফিন। না। কিন্তু আজই বা কেন বলছি, তাই না? বলি নি এতদিন, অন্য দিকটা এতটা প্রকট হয়ে ওঠে নি, কিন্তু গত মাসখানেক ধরেই লক্ষ্য করছি, বন্ধুত্বের মুখোশটা বুঝি তারা আর তাদের মুখে এঁটে রাখতে পারছে না! তা ছাড়া—

সুবীর। তা ছাড়া আর কি?

মা'ফিন। না থাক। তবে হ্যাঁ, এও জেনো সুবীরবাবু, যতদিন আমি এখানে আছি তোমার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দেব না। [হঠাৎ সুর পাল্টে] একটা কাজ করবে সুবীরবাবু?

সুবীর। কি?

মা'ফিন। তোমার এই হোটেলটা আমার নামে লিখে দেবে?

[এমন সময় হঠাৎ দরজায় নক্]।

নেপথ্যে গণেন। আমি গণেন—

[সুবীর দরজা খুলে দিতেই গণেনের দ্রুত প্রবেশ]

গণেন। Subir quick!

সুবীর। ব্যাপার কি?

গণেন। Blood hound!

মা'ফিন। পুলিস?

গণেন। শুধু পুলিসই নয়, ডিটেক্‌টিভ inspector সুব্রত রায়!

সুবীর। তু'পে, তু'পে কোথায়?

গণেন। সুব্রত রায়ের সঙ্গেই আছে।

মা'ফিন। আমি ডায়াসে যাচ্ছি সুবীরবাবু—আমি ডায়াসে যাচ্ছি—

[মা'ফিনের প্রস্থান। সুবীর তাড়াতাড়িতে আধখানা পোড়া সিগারেট এসট্রের ওপর রেখে গুপ্তপথ দিয়ে চলে গেল। এবং পরমুহূর্তেই পুলিস inspector সুব্রত রায় ও তু'পের প্রবেশ]

তু'পে। Come in Mr. Ray.

সুব্রত। তাহলে মিঃ তু'পে, তুমিই এই হোটেলের—

তু'পে। ম্যানেজার প্লীজ—

গণেন। ইনি?

তু'পে। ডিটেক্‌টিভ ইনেস্‌পেক্‌টর সুব্রত রায়!

গণেন। I see! তা হঠাৎ উনি এখানে ম্যানেজার?

তু'পে। সার্চ ওয়ারেণ্ট।

গণেন। সার্চ ওয়ারেণ্ট! ব্যাপার কি তু'পে? তোমার হোটেলে হঠাৎ সার্চ ওয়ারেণ্ট?

সুব্রত। আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

গণেন। Oh, with pleasure—গণেন বোস।

তু'পে। My friend, Solicitor.

সুব্রত। হুঁ, friend Solicitor একেবারে জগন্নাথ-ক্ষেত্র দেখছি—।

[সুব্রত এসট্রের ওপর থেকে ধূমায়িত সিগারেটটা একবার তুলে দেখে রেখে দিল। তারপর নিজের সিগারেট কেস বের করে গণেনকে—]

সুব্রত। সিগারেট—

গণেন। No, thanks.

সুব্রত। [নিজেই একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে] চলে না বুঝি?

গণেন। চলে, তবে সিগার—

সুব্রত। হুঁ। তা মিঃ সুবীর ঘোষ কোথায়? তাকে দেখছি না যে?

তু'পে। সুবীর ঘোষ!

সুব্রত। হ্যাঁ। তোমাদের এই হোটেলের প্রোপ্রাইটার মিঃ সুবীর ঘোষ।

তু'পে। এই হোটেলের প্রোপ্রাইটার মিঃ সুবীর ঘোষ! আপনি এ কি বলছেন মিঃ রায়?

সুব্রত। নামটা যেন বড় অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে মিঃ তু'পে তোমার? Well Mr. Bose, আপনি জানেন এই হোটেলের প্রোপ্রাইটার মিঃ সুবীর ঘোষ এখন কোন্ ঘরে?

গণেন। সুবীর ঘোষ! আমি তো জানি মিঃ তু'পেই এখানকার সব।

তু'পে। Exactly.

সুব্রত। হুঁ, Listen মিঃ তু'পে, আমার হাতে সার্চ ওয়ারেণ্ট দেখে তোমার আগেই বোঝা উচিত ছিল যে, এটাই এই হোটেলে আমার। first visit নয়। আজও এখানে প্রবেশ করবার আগে হোটেলের পিছনের গলিতে সুবীর ঘোষের মরিস্ টুরারটা পার্ক করা আছে দেখে এসেছি; তার গাড়ি ও গাড়ির নাম্বার দুটোর সঙ্গেই আমার বিশেষ পরিচয়ও আছে। আর এও জানি, এই হোটেলের আদি ও অকৃত্রিম একমাত্র মালিক মিঃ সুবীর ঘোষ! Now tell me, মিঃ ঘোষ কোথায়?

তু'পে। [একবার যেন একটু বিব্রত হয়েই] একজন মিঃ ঘোষ এখানে মাঝে মাঝে আসেন বটে, তবে—

গণেন। ওঃ—হ্যাঁ-হ্যাঁ, that Mr. Ghose!

সুব্রত। Now Mr. Bose, আপনি তো দেখছি সিগারের ভক্ত, then who was the other blessed one here in this room, who was smoking this gold tipped 999?

[সুব্রত সিগারেটটা হাতে করে তুলে ধরে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে মা'ফিনের প্রবেশ ও সুব্রতর হাত থেকে সিগারেটটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে—]

মা'ফিন। Oh, it's mine please!

[সুব্রত সিগারেট কেস বের করে সিগারেট ধরায়]

সুব্রত। So it was then you! তুমিই না এই হোটেলের সেই dancing beauty—মিস্—

মা'ফিন। মাদাম মা'ফিন please—

[সুব্রতর সহকারী অশোকের প্রবেশ]

অশোক। Sir—

সুব্রত। কি খবর অশোক?

অশোক। গলি থেকে গাড়িটা বের হয়ে গেল, ড্রাইভার ড্রাইভ করে নিয়ে গেল।

সুব্রত। হুঁ। ঠিক আছে। তুমি নীচে অপেক্ষা কর। [অশোক চলে গেল।] Now মাদাম মা'ফিন—এই হোটেলে কতদিন আছ?

মা'ফিন। তা বছর তিনেক হবে। রেঙ্গুন হতে এসে বরাবর এই হোটেলেই তো আছি—

সুব্রত। তা হঠাৎ রেঙ্গুন থেকে চলে এলে যে?

মা'ফিন। বলতে পারেন প্রাণের টানে—

সুব্রত। Is it! কিন্তু মাদাম একটা কৌতূহল হচ্ছে যে—

মা'ফিন। বলুন, please—

সুব্রত। Of course with due apology, বলছিলাম কি মাদাম, তোমার মত একজন সুন্দরীকে যিনি এত জোরে আকর্ষণ করতে পারেন, মানে ঐ যে বললে, প্রাণের টানে না কি—

[মৃদু রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিতময় হাসিতে চক্ষু নাচিয়ে অদূরে দণ্ডায়মান ভু'পেকে দেখায় মা'ফিন।]

য়্যাঁ, তাই নাকি, আমি তো ভেবেছিলাম বুঝি আমাদের মিঃ সুবীর ঘোষই! তা যাক্। আচ্ছা তাহলে চলি। I am sorry to disturb you—

মা'ফিন। এখুনি যাবেন? Any drink—hot, cold, soft—

সুব্রত। No thanks.

[সুব্রত দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই মুহূর্তে পথ রোধ করে মা'ফিন সিগারেট কেস্‌টা খুলে এগিয়ে তুলে ধরে সুব্রত রায়ের সামনে এবং মদির কণ্ঠে বলে—]

মা'ফিন। সিগারেট please!

[একটা সিগারেট নিয়ে ~~ধরাতে ধরাতে আড়~~ চোখে মা'ফিনের দিকে তাকিয়ে] (তুলে ধরিয়ে দেয়)

সুব্রত। Ah! Again that gold tipped 999. Thanks. Bye-bye!

[সুব্রত চলে গেল। মা'ফিন একটা পাক খেয়ে এগিয়ে এসে হতভম্ব দণ্ডায়মান ভু'পের দুই গালে ডান হাতের উল্টো দিক দিয়ে মৃদু আল-

গোছে দুটো slap দিয়ে লাস্য-চপল গতিতে বের হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ ঘুরতে থাকে]

পঞ্চম দৃশ্য

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে, একটা বেহালার সুর স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়। ডাঃ সরকারের লাইব্রেরী ঘরের পাশের ঘর। অন্ধকারে আবছা দেখা যায় পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে অরুণাংশু বেহালা বাজাচ্ছে। ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে দরজার গায়ে করাঘাত হয়। অরুণ বেহালা থামিয়ে দেয়। আবার করাঘাত শোনা গেল।]

অরুণ। কে ?

নেপথ্যে মিলি। ঘরে কে ? দরজা খোল।

অরুণ। কে ?

নেপথ্যে মিলি। আমি, দরজা খোল না !

[অরুণ দরজা খুলে দিতেই মিলির প্রবেশ]

মিলি। এ কি ! ঘর অন্ধকার কেন ?

অরুণ। আমার চোখের অসুখ কিনা। চোখে আলো লাগানো নিষেধ। তাই ডাঃ সরকার অন্ধকারে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরই দয়ায়—তাঁরই বন্ধুর চিকিৎসায় এখানে আছি কি না।

মিলি। ওঃ—তা আপনিই বুঝি বেহালা বাজাচ্ছিলেন ?

অরুণ। হ্যাঁ, অন্ধকারে একা একা বসে সময় তো কাটতে চায় না—তাই, কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না, ঐখানেই একটা চেয়ার আছে দেখুন।

[মিলি চেয়ার খুঁজে নিয়ে বসে]

মিলি। সত্যি, ভারি মিষ্টি হাত কিন্তু আপনার—

অরুণ। আমি আর কি বাজাই—যাঁর কাছে আমার শিক্ষা, তাঁর বাজানো যদি আপনি কখনো শুনতেন মিলি দেবী—

মিলি। আপনি আমার নামও জানেন দেখছি!

অরুণ। হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু—আপনার বাবার মুখেই শুনেছি।

মিলি। ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে, মধুদা বলছিল, কে একজন—আপনার নামই বোধ হয় অরুণাংশু ঘোষ?

অরুণ। হ্যাঁ—

মিলি। আমারই অবশ্য এর মধ্যে খোঁজ করে এসে আপনার সঙ্গে আলাপ করা উচিত ছিল, কিন্তু—

অরুণ। না, না—তাতে কি হয়েছে—

মিলি। অরুণবাবু, আলো বুঝি আপনার চোখে একেবারেই সহ্য হয় না?

অরুণ। [চমকে বিস্ময়ে] না!

মিলি। এমনি করে দিনরাত অন্ধকারে থাকতে আপনার কষ্ট হয় না? আমি হলে তো পাগল হয়ে যেতাম!

অরুণ। হয় তো তাই, তবে অনেকদিনের অভ্যাস তো।

মিলি। আপনি এখানে কতদিন আছেন অরুণবাবু?

অরুণ। তা মাস দুই তো হবেই।

মিলি। বাবা নিশ্চয় বলেছেন, ভাল হয়ে যাবেন।

অরুণ। অসুখের কথা কি কেউ বলতে পারে ? তা ছাড়া এ রোগ আমার জন্ম থেকেই—

মিলি। সে কি—একেবারে জন্ম থেকে !

অরুণ। হ্যাঁ। আশা খুবই কম, তবু তিনি চেষ্টা করছেন—

মিলি। আরো কতদিন এমনি চিকিৎসায় আপনাকে থাকতে হবে অরুণবাবু ?

অরুণ। কত দিন ? কত দিন কে জানে মিলি দেবী, হয়তো—হয়তো বাকী জীবনটাই—

মিলি। [চমকে] অরুণবাবু !

অরুণ। হ্যাঁ—

মিলি। এত বড় বাড়িটায় তবু কথা বলবার মত একজন, আপনাকে পাওয়া গেল। বাবা তো চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর ডাক্তারী আর রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত। আচ্ছা, আমি যদি মাঝে মাঝে এসে আপনাকে বিরক্ত করি—

অরুণ। না-না, আসবেন। বিরক্তির কি আছে এতে ? তবে—

মিলি। তবে ?

অরুণ। রাত্রে, মানে, অন্ধকারে এলেই ভাল হয়।

মিলি। কেন ?

অরুণ। দিনের আলোতে আমি চোখের পাতা একদম খুলতে পারি না—আমার বড় কষ্ট হয় !

মিলি। বেশ তাই আসব, আপনার বেহালা বাজানো আমাকে শোনাতে হবে কিন্তু—

অরুণ। নিশ্চয় শোনাব—

মিলি। শুধু শুনেই কিন্তু আমি ছাড়ব না। বেহালা বাজানো আমাকে শিখিয়েও দিতে হবে—

অরুণ। বেশ তো ! কিন্তু এই অন্ধকারে কেমন করে—

মিলি। না-না—কোন কিছুই শুনছি না, শেখাতে আপনাকে হবেই—

[এমন সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজতে শুরু করতেই চমকে বলে]

অরুণ। রাত বারোটা—মিলি দেবী আপনি যান!

মিলি। অরুণবাবু!

অরুণ। হ্যাঁ, যান। আঃ, আপনি কেন যাচ্ছেন না? যান—রাত বারোটা—আপনার চোখে কি ঘুম নেই মিলি দেবী? যান—

[হতভম্ব মিলি চলে গেল। অরুণাংশু দরজা বন্ধ করে দিল]

ঠাকুর, এ অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আর আমি কি করব—বলে দাও আমি কি করব? আমি যে আর পারি না!

[তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরের কোণ থেকে এক গোছা ফুল নেয়। তারপর ঘর থেকে বের হয়ে যায়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[রাজীবের বাড়ি। কমলার শয়নকক্ষ। কমলা শয্যায় ঘুমিয়ে আছে। অরুণাংশু জানালা টপকে ঘরে প্রবেশ করল। কমলার মুখে আলো এসে পড়েছে। অরুণ এগিয়ে এসে নির্নিমেষে মায়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকায়। ইতিমধ্যে রাজীব কখন এসে দরজার এক পাশে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে অরুণাংশুকে লক্ষ্য করে।]

অরুণ। মা! আমার মা! আমার মা কত সুন্দর—

[একবার এগিয়ে যায় আবার পিছিয়ে আসে অরুণ। তারপর মার পায়ের কাছে এসে ফুলগুলো রেখে দিয়ে বসে পড়ে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ওঠে]

বল, বল মা—একটিবার বল। একতাল জড় মাংসপিণ্ড কি এমন মহাপাপ করেছিল যে, তোমার স্নেহ, তোমার বুকের এক ফোঁটা দুধ থেকেও বঞ্চিত হল? বল মা, বল—জবাব দাও, জবাব দাও?

কমলা। আঃ কে রে? পা-টা ছাড় না!— [ঘুমের মধ্যেই লাথি মারে।]

[অরুণাংশু উঠে তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে পালাবার সময়, জানালার কাছে টেবিলে রক্ষিত একটা ফুলদানি পড়ে গিয়ে ভেঙে শব্দ হতেই কমলার ঘুম ভেঙে যায়। এদিকে অরুণ তাড়াতাড়ি অন্ধকারে পালাতে গিয়ে ভাঙা কাঁচে কেটে ঘরে পায়ের রক্তের ছাপ পড়ে। অরুণ কিন্তু তবু পালায়। কমলা সভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।]

কমলা। কে? কে? কে—

[রাজীব তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে]

রাজীব। আমি, আমি কমলা—

[কমলা শয্যা হতে উঠে সুইচ টিপে আলো জালিয়ে দেয়।]

কমলা। তুমি! কিসের যেন শব্দ হল? [নজরে পড়ে ভাঙা ফুলদানিটা] ও কি! ওটা ভাঙল কি করে? [নজরে পড়ে রক্তমাখা পায়ের ছাপ] ও কি! রক্ত—

রাজীব। আমার—আমার রক্ত—

কমলা। তোমার ? [জানালা-পথে দেখতে দেখতে] কে ? কে ওখান দিয়ে পালাচ্ছে ? চোর—চো—

[রাজীব ছুটে গিয়ে কমলার মুখ চেপে ধরে]

রাজীব। চোর নয়—চোর নয় কমলা। চুপ কর—

কমলা। [বিস্ময়ে] চোর নয় ! তবে—তবে কে ? তুমি চুপ করে আছ কেন ? কথা বলছ না কেন ? কে ? কে এসেছিল এ ঘরে ? তবে—তবে কি আজও—

রাজীব। কি ? কি কমলা ?

কমলা। দেখ, এতদিন তোমাকে আমি বলি নি—এমনি আরো অনেক রাত্রে ঘুমের মধ্যে যেন মনে হয়েছে, কে যেন আমার পা চেপে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদছে। ঘুমের মধ্যেই পা দিয়ে ঠেলে পায়ের ওপরের সে বোঝাটা সরাবার চেষ্টা করেছি—তবু—তবু যেন সরতে চায় নি। তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। দেখেছি ঘরে কেউ নেই, কেবল পায়ের কাছে পড়ে আছে এক মুঠো ফুল। ভেবেছি প্রথমে, হয়তো স্বপ্ন—কিন্তু স্বপ্নই যদি হবে তো ঐ ফুল—

রাজীব। স্বপ্ন নয় কমলা, স্বপ্ন নয়—চোরও নয়। চোর কি কখনো পায়ের ওপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদে—রাতের পর রাত মুঠো মুঠো ফুল রেখে যায় ? সে—সে এসেছিল, একটু আগে আজ রাত্রেও—ঐ দেখ—আজও—আজও সে ফুল রেখে গিয়েছে।

[কমলা শয্যার দিকে তাকিয়ে ফুলগুলো দেখে হাতে করে তুলে নেয়]

কমলা। তাই তো ! তাই তো !

কমলা ফুলগুলো দেয়—

রাজীব। দাও। দাও কমলা, ওগুলো আমায় দাও। ও ফুল নয় কমলা, ও ফুল নয়—ও আমার সীমাহীন পাপের ক্ষমা। ক্ষমা—

কমলা। কি বলছ তুমি এসব ?

রাজীব। ঠিকই বলছি কমলা। ঠিকই বলছি। এক বর্ণও এর মিথ্যে নয় পঁচিশ বছর আগে এক ঘন দুর্যোগের রাতে আমার জীবনের একটা পাতা আমি জোর করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তখন তো বুঝি নি যে আবার একদিন পঁচিশ বছর পরে সেই ছেঁড়া পাতাটাই উড়তে উড়তে এসে আমারই ঘরে পড়বে।

কমলা। ওগো আর আমায় সংশয়ের মধ্যে রেখো না। এসব তুমি কি বলছ? কি আমার কাছে এমনি করে গোপন করছ? বল—বল—

রাজীব। বলব, বলব কমলা, একদিন—একদিন আমাকে সব বলতে হবে। শুধু একা তোমাকেই নয়, সমস্ত জগতের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হবে। রায়বাহাদুর রাজীব [illegible] true confession দিতে হবে। কিন্তু ঐ ফুলগুলো আমায় দাও, ও ফুল নয় কমলা, ও ফুল নয়, ও আমার সীমাহীন পাপের ক্ষমা—

[রাজীব কমলার হাত থেকে ফুলগুলো নেয়, কমলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।]

॥ বিরাম পাঁচ মিনিট ॥

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

প্রথম দৃশ্য

[ডাঃ সুহৃৎ সরকারের বাড়ির বাইরের ঘর। মিলি ও সুবীরের কথা বলতে বলতে প্রবেশ।]

মিলি। এ কদিন আস নি যে—

সুবীর। বিশেষভাবে আজ আসব বলেই এ কদিন আসি নি। আজ কেন এসেছি জান মিলি? নিশ্চয় আন্দাজও করতে পারছ না?

মিলি। অত আন্দাজ করার আমার দরকার নেই। তুমি এসেছ সেইটাই তো বড় কথা।

সুবীর। না, না—সত্যি শোন, আজ তোমার বাবাকে আমি বলতে এসেছি যে সামনের এই অগ্রহায়ণেই আপনার আদরিণী কন্যাটিকে আমি—

মিলি। পারবে বলতে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে ওকথা? লজ্জা করবে না?

সুবীর। লজ্জা? উহুঁ। স্রেফ নয—লজ্জা ও ভয এ দুটি কথা সুবীর ঘোষ তার জীবনের অভিধান থেকে বহুকাল হল মুছে বাদ দিয়েছে—

মিলি। তাই বলে—ছিঃ!

সুবীর। ছিঃ! বিয়ে করতে লজ্জা হবে না, অথচ বিয়ের কথা বলতে লজ্জা! [ঠিক ঐ সময় করুণ একটা বেহালার সুর কানে ভেসে আসে] বাঃ! চমৎকার! কে যেন তোমাদের বাড়িতে বেহালা বাজাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে মিলি?

মিলি। হ্যাঁ। আমাদের বাড়িতেই। সত্যি চমৎকার হাত, না?

সুবীর। হ্যাঁ। কিন্তু বাজাচ্ছে কে?

মিলি। অরুণাংশুবাবু।

সুবীর। অরুণাংশুবাবু! সে আবার কে? তোমাদের এখানে কই অন্য কাউকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

মিলি। না, দেখ নি, তার কারণ বেচারীর চোখের অসুখ বলে বাইরের আলোতে বড় একটা বের হন না। দিনরাত অন্ধকারেই থাকেন বসে।

সুবীর। ও! তা ভদ্রলোকটি কে?

মিলি। বাবার একজন রোগী।

[এমন সময় ডাঃ সরকার ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করেন।]

সুহৃৎ। মিলি—

মিলি। বাবা!

সুহৃৎ। ওঃ, এই যে সুবীর!

মিলি। [সুবীরকে] চল, দোতলার হলঘরে চল—

[সুবীর ও মিলি চলে যাচ্ছিল, ডাঃ সরকার বাধা দিলেন]

সুহৃৎ। সুবীর!

সুবীর। আমায় কিছু বলছিলেন কাকাবাবু?

সুহৃৎ। হ্যাঁ। বসো। তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক প্রয়োজনীয় কথা আছে। মিলি, মধুকে বলে এস তো মা, এক কাপ চায়ের কথা।

মিলি। আমিই করে নিয়ে আসছি বাবা। সুবীর, তুমিও চা খাবে তো?

সুবীর। চা? তা আনো। [মিলির প্রস্থান, ডাঃ সরকার তখন একটু ইতস্তত করে চেয়ারে বসেন। তাই দেখে—] কি যেন কথা ছিল আপনার আমার সঙ্গে বলছিলেন কাকাবাবু!

সুহৃৎ। [ঈষৎ চমকে] য়্যাঁ! হ্যাঁ। বলছিলাম তোমার কাজকর্ম আজকাল কেমন চলছে সুবীর?

সুবীর। মন্দ কি, ভালই। কাকাবাবু আমারও একটা কথা আপনাকে বলবার ছিল।

সুহৃৎ। কি বল তো?

সুবীর। আমি বলছিলাম, এই সামনের অগ্রহায়ণেই মিলিকে—

সুহৃৎ। কিন্তু তার আগে তোমার সম্পর্কে আমার কতকগুলো কথা জানা দরকার—[ডাক্তার উঠে পায়চারি করতে থাকেন] হ্যাঁ, দেখ সুবীর, মিলির সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে অনেকদিন থেকেই সেটা স্থির হয়ে আছে। আর এও তুমি জান, একদিক দিয়ে তুমি যেমন আমার স্নেহের পাত্র, তেমনি মিলির চাইতেও এ জগতে অধিক প্রিয় আর আমার কিছু নেই। কিন্তু, well my boy, ইদানীং তোমার recent movements সম্পর্কে এমন কতকগুলো কথা—

সুবীর। কি যে আপনি বলতে চাইছেন কাকাবাবু, আমি—আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না!

সুহৃৎ। বিশ্বাস করতে আমিও পারি নি প্রথমটায়, এমন কতকগুলো নোংরা ব্যাপার সেই চিঠির মধ্যে জানিয়েছে—

সুবীর। কার কাছ থেকে কি আপনি উড়ো চিঠিতে জেনেছেন জানি না কাকাবাবু—এবং একটা উড়ো চিঠি পেয়েই যদি—

সুহৃৎ। শোন সুবীর, শুধু একখানা উড়ো চিঠিই নয়—আরো একজন আমার বিশেষ পরিচিত ও বিশ্বাসী ভদ্রলোক সেদিন আমাকে আভাসে ইঙ্গিতে অনেক কথাই তোমার সম্পর্কে বলেছেন—

সুবীর। কে তিনি জানতে পারি কি? আর যে চিঠিটা আপনি পেয়েছেন সেটাও একবার আমি দেখতে চাই—

সুহৃৎ। নিশ্চয়ই। এই নাও—

[বলে পকেট থেকে ডাক্তার একটা চিঠি বের করে সুবীরকে দিলেন। সুবীর পড়তে লাগল। এমন সময় মিলির ট্রেতে করে দু কাপ চা নিয়ে প্রবেশ। ট্রেটি টেবিলের ওপর রেখে—]

মিলি। বাবা—চা!

সুহৃৎ। রাখ মা—

সুবীর। হুঁ—গণেন! That imp of a Satan—[চিঠিটা ফেরত দিতে দিতে] এই চিঠি পেয়েই বোধ হয় আপনি—

সুহৃৎ। বললাম তো তোমাকে একটু আগে, শুধু ঐ চিঠিই নয়। তাই আমি জানতে চাই, what have you got to say in this matter?

সুবীর। তাহলে শুনুন, এই মুহূর্তে এ সম্পর্কে কোন discussionই করবার আমার ইচ্ছাও নেই এবং প্রবৃত্তিও নেই।

সুহৃৎ। But I want to hear something fromyou my boy! এবং আমি আশা করি, তুমিও তোমাকে clarify করবে।

সুবীর। বললাম তো আপনাকে—

সুহৃৎ। কিন্তু তা বললে তো চলবে না সুবীর, আমার একমাত্র মেয়ের সঙ্গে যখন তোমার বিবাহ দিতে চলেছি, তখন নিশ্চয়ই আমার জানবার অধিকার আছে সব কথা, before we come to any final decision—

সুবীর। না, আমাকে ক্ষমা করবেন। এখন এই মুহূর্তে আপনার কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে আমি অক্ষম জানবেন।

মিলি। কিন্তু আশ্চর্য, বলতে তুমি অক্ষমই বা কেন সুবীর?

সুবীর। দেখুন যা আমি বলতে পারব না, তা নিয়ে মিথ্যে পীড়াপীড়ি করবেন না। আর এও আমি পছন্দ করি না যে, একান্তভাবে যা আমার নিজস্ব ব্যাপার, সে সম্পর্কে কেউ—

সুহৃৎ। সুবীর! [বিস্ময় ও বিরক্তকণ্ঠে]

সুবীর। [চেয়ার ছেড়ে উঠে] আমি চল্লাম।

সুহৃৎ। সুবীর, তবে তুমিও জেনে রেখো, যতদিন না পর্যন্ত তুমি তোমার recent movements সম্পর্কে সবকিছু clear করছ, ততদিন এ বাড়িতে আর তুমি আসবে না। যাও—

সুবীর। তবে আপনিও শুনুন ডাঃ সরকার, আপনি আমাকে আপনার বাড়িতে পেয়ে যেভাবে অপমান করলেন একথা আমিও ভুলব না।

সুহৃৎ। সুবীর, তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে। তুমি যে এতটা নীচে নেমে গিয়েছ—

সুবীর। ডাঃ সরকার, আপনি আমার পিতৃবন্ধু, বয়োঃজ্যেষ্ঠ, কিন্তু এরপর সম্মান রেখে আপনি কথা না বললে—

মিলি। সুবীর!

সুহৃৎ। বেরিয়ে যাও। যাও আমার বাড়ি থেকে—বেরিয়ে যাও!

সুবীর। হ্যাঁ যাচ্ছি—

মিলি। দাঁড়াও সুবীর—

সুবীর। বল—

মিলি। বাবা তোমাকে যে প্রশ্ন করেছেন তার জবাব দিয়ে যেতে হবে তোমাকে—

সুবীর। বলেছি তো—বলব—সব কথাই বলব, কিন্তু এখন—এখন জানতে চেও না!

মিলি। কিন্তু কি এমন কথা তোমার থাকতে পারে সুবীর, যা তুমি বাবাকেও বলতে পার না—এমন কি আমাকেও বলতে পার না?

সুবীর। বললাম তো মিলি—

সুহৃৎ। তাহলে আমিই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কে মা'কিন? কী সম্পর্ক তোমার মিড্‌নাইট হোটেলের সঙ্গে? বল, জবাব দাও?

মিলি। তোমাকে বলতেই হবে। যদি বলতে তোমার সাহস না থাকে,

তাহলে তোমার আমার মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক জেনো এইখানেই শেষ হয়ে গেল।

সুবীর। মিলি, মিলি শোন—

মিলি। না—না—তোমার কোন কথাই আর আমি শুনতে চাই না।

সুবীর। বেশ। [সুবীর মন্থরপদে চলে গেল]

সুহৃৎ। মিলি ?

[মিলি এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ রেখে কেঁদে ফেলে।]

মিলি। বাবা !

সুহৃৎ। তুই কাঁদিস না মা, ও আজ কোথায় নীচে নেমে গিয়েছে।

মিলি। না, না বাবা—পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের ভালবাসায় যদি বিশ্বাসই না রইল, তবে আর কিসের জোর রইল বাবা ?

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে অন্ধকার হয়ে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাজীবের বাড়ির ড্রইংরুম। কমলেশ ও গোপার প্রবেশ]

কমলেশ। না, তোমাদের বাড়িতে আর আসতে ইচ্ছা করে না গোপা।

গোপা। কেন ? এবারে বুঝি আকর্ষণটা কমে আসছে ?

কমলেশ। না, না—তুমি কি যে বল গোপা ! তা নয়—তা নয়—

গোপা। তবে আসতে আর ইচ্ছা করে না কেন শুনি ?

কমলেশ। তোমাদের বাড়িতে যে একটা সর্বদা খুশী ও আনন্দের আবহাওয়া ছিল, সেটা যেন আর খুঁজে পাই না আজকাল। চেনা সুরটা যেন মনে হয় কোথায় কেটে গিয়েছে।

গোপা। সত্যি, বাবার যে কী হয়েছে, কারো সঙ্গে কথা বলেন না, কেউ কথা বলতে গেলে পর্যন্ত বিরক্ত হন—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মাও—

কমলেশ। শুধু কি তাঁরাই ? সুবীরদা—যাকে ever-jolly চিরদিন দেখেছি, তাকেও যেন কেমন কেমন দেখছি আজ কদিন থেকে। কি ব্যাপার বল তো ?

গোপা। কে জানে, দাদার মর্জি বোঝাই ভার।

কমলেশ। আচ্ছা, তোমার বন্ধু ও ইয়ে—সুবীরদার ভাবী স্ত্রী মিলিকেও তো কই আজকাল এ বাড়িতে আসতে দেখি না ! মান-অভিমান নয়তো ?

গোপা। তোমাদের পুরুষদের কথা আর বলো না, মিলিকে তো জানি, দাদার জন্য সে পাগল, হয়তো দাদাই মিথ্যে কোন কিছু সৃষ্টি করে—

কমলেশ। ও—যত বিবাদ বুঝি আমরাই সৃষ্টি করি !

গোপা। তোমরাই তো যত নষ্টের গুরু।

কমলেশ। ঐ আবার শুরু করলে তো ! একটা কথা বলব বলে কোথায় প্রিপেয়ার্ড হয়ে এসেছিলাম—

গোপা। থাক, আর বলতে হবে না। এই আড়াই বছরের মধ্যেও যখন বলতে পারলে না, তখন দৌড় তোমার বোঝা গেছে—

কমলেশ। কিন্তু বলি কার কাছে বল ! ইদানীং যে atmosphere হয়েছে তোমাদের বাড়িতে—

গোপা। তাই ভাবছি—

কমলেশ। [উৎসুক কণ্ঠে] কি গোপা !

গোপা। তোমার দ্বারা তো হবে না—আমিই না হয় তোমার মার কাছে যাই—গিয়ে বলি—[সহসা এমন সময় সুবীরকে প্রবেশ করতে দেখে] দাদা !

সুবীর। এই যে কমলেশ, কেমন আছ? আজকাল তো আর আগের মত তোমাকে এ বাড়িতে দেখতে পাই না? তুমিও কি আমাকে ত্যাগ করলে?

কমলেশ। এ সব কি কথা সুবীরদা?

সুবীর। আচ্ছা কমলেশ, কোনদিন যদি শুনতে পাও, তোমার এই সুবীরদা একটা পাষণ্ড, সমাজের একটা অভিশাপ, সেদিন—সেদিন সকলের সঙ্গে তুমিও কি তাকে ঘৃণা করবে? তার ছায়া দেখে উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে যাবে?

কমলেশ। ছি, ছি—কি যা তা বলছ তুমি? এ সমস্ত কী পাগলামি বল তো—

সুবীর। হয় তো সবটাই পাগলামি নয় কমলেশ। তাই আজ একটা অনুরোধ তোমায় জানাব ভাই। যদি সত্যিই কখনো সে দুর্দিন আসে—তাহলে—তাহলে আমার পাপে গোপাকে তুমি দুঃখ দিও না। ও সত্যিই তোমাকে ভালবাসে।

কমলেশ। তোমার হয়েছে কী বল তো সুবীরদা? এসব কথা শোনাবার আর বুঝি লোক তুমি পেলে না? যারা বসে বসে খাতায় পাপ-পুণ্যের হিসেব কষে আমি তাদের দলের নই। আমি মানুষকে ভালমন্দ মিশিয়েই ভালবাসি। তার বেশী আমি বুঝতে পারি না—বুঝতেও চাই না।

সুবীর। এই মনটিই যেন তোমার চিরকাল থাকে ভাই—এই আশীর্বাদই আমি করছি—

[অতর্কিতে ঐ সময় কমলার প্রবেশ]

কমলা। সুবীর! [সুবীর জবাব দিল না] গোপা যাও, কমলেশকে নিয়ে তোমার ঘরে যাও—

[কমলেশ ও গোপার প্রস্থান]

চুপ করে বসে থাকলে তো আজ আর চলবে না সুবীর, তোমাকে আজ অনেক কথার জবাব দিতে হবে। তোমার হাতে কারবারের দায়িত্ব যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর এতদিনের partner আগরওয়ালা ওঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। পুলিস এসে firm সার্চ করে গেল। আজ মিলি আশীর্বাদের হীরার আংটি ফেরত পাঠাল। তা হলে—তাহলে কি আমি বুঝব তোমাকে নিয়ে গর্ব করবার কিছুই আর আমার নেই? বল, বল—চুপ করে থেকো না, কোথায় কি হয়েছে সব খুলে বল? আমি তোমার মা সুবীর, বল—

সুবীর। বলব মা—তোমাকে সবই আমি বলব। কাউকে এতদিন বলতে পারি নি, কিন্তু তোমার কাছে না জানিয়ে তো আর আমার মুক্তি নেই। আমি নিজেই যে হাঁপিয়ে উঠেছি মা—এ ভার আমি আর বইতে পারছি না।

কমলা। বল্ সুবীর, বল্—

সুবীর। শয়তানের হাতছানিতে পথ ভুলেছিলাম মা—তারপর সেই পথে যখন অর্থ আসতে লাগল, নেশা ধরে গেল আমার, নরকের সঙ্গীরা এল এগিয়ে, লোভের নেশায় আচ্ছন্ন করে অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে টেনে নিয়ে চলল। ফিরতে চাইলাম—কিন্তু ফেরবার পথ বন্ধ। বাবাকে বলতে পারলাম না—তোমাকে বলতে পারলাম না, শুধু দিনের পর দিন অতলের দিকে নেমে চললাম।

কমলা। [কান্নায় ভেঙে পড়লেন] এ কি করলি—এ কি করলি সুবীর! তুই যে আমার একমাত্র ছেলে, বুকের সমস্ত স্নেহ, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তিলে তিলে যে তোকে বড় করে তুলেছি। সেই স্নেহের এই প্রতিদান তুই দিলি সুবীর!

স্থবীর। ভেবো না মা—তোমার মাতৃ-স্নেহের অসম্মান আমি ~~করব~~ না। আমার প্রতিটি পাপের দণ্ড নিজের হাতেই আমি নেব। [redacted] ~~এও তোমার কাছ থেকেই আমি পেয়েছি মা। হ্যাঁ, নেব—নেব।~~

[সুবীরের প্রস্থান]

কমলা। সুবীর—সুবীর...

[রাজীবের দ্রুত প্রবেশ]

রাজীব। কাকে ডাকছ কমলা? সুবীরকে? সে তো আর ফিরে আসবে না।

কমলা। এ কি বলছ তুমি? এসব কি সর্বনেশে কথা?

রাজীব। সর্বনাশ! সর্বনাশের হয়েছে কি কমলা—সর্বনাশের এই তো সবে শুরু। [হেসে উঠল] নিজের হাতে আগুন দিয়েছি—জ্বলবে না? সব জ্বলবে—ধু-ধু করে জ্বলবে। কেউ থাকবে না। [আবার হেসে উঠল] শুধু তোমার আর আমার এই পোড়া কপালে এক মুঠো ছাই ছাড়া ~~আর কিছু থাকবে না~~—

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরতে লাগল]

তৃতীয় দৃশ্য

[মিড নাইট্ হোটেলের নিভৃত একটি কক্ষ। তু'পে বসে মদ খাচ্ছে। গণেনের প্রবেশ]

গণেন। আশা ভঙ্গের দুঃখটা এখনো সামলে উঠতে পারছ না তুপে—না?

তু'পে। না গণেনবাবু, মা'ফিন যে আমার সঙ্গে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এ আমি ভাবতেই পারি নি। লুকিয়ে লুকিয়ে সে কিনা

হোটেলটা নিজের নামে লিখিয়ে নিল ! তবে হ্যাঁ, এও তুমি জেনে রেখো গণেনবাবু, স্বার্থে আঘাত লাগলে তু'পেও কাউকে রেয়াত করে না। Dustbin থেকে কুড়িয়ে এনে যাকে একদিন রাজরাণী করেছি, আবার প্রয়োজন হলে তাকে পায়ের তলায় টিপে মারতেও তু'পের এতটুকু দেরি হবে না।

গণেন। চরিত্রহীনা নর্তকী, ওরা সব পারে। যাক্, যা গিয়েছে তা নিয়ে আর আপসোস করলে কি হবে। এখন কি করা যেতে পারে তাই ভাবতে হবে। বরং তাই ভাব।

তু'পে। করবেটা আর কি শুনি, মুরোদ তোমার বোঝা গেছে গণেনবাবু।

গণেন। মুরোদ ! শোন তু'পে, গণেন বোসের কাছে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, এত সহজে সে আমার উপর টেক্কা দিয়ে যাবে, তা হবে না। সে যেমন তার খেল খেলেছে, আমিও তেমনি একটির পর একটি তীর ছুঁড়ছি।

তু'পে। তীর !

গণেন। Yes, arrow ! প্রথম তীরে তাদের এতদিনের firmএ Police raid ও সঙ্গে সঙ্গে তাদের পার্টনার আগরওয়ালার প্রস্থান, দ্বিতীয় তীরও আমার লক্ষ্যভেদ করেছে ; সুবীরের ভাবী শ্বশুরকে উড়ো চিঠি দেওয়ায় মিলি ও সুবীরের এতদিনের প্রেম খতম্ ! Now I am ready with my last arrow.

তু'পে। Last arrow !

গণেন। Yes ! Last arrow and then the game is up ! এইবার সবচেয়ে প্রয়োজন হবে তোমার সাহায্যের।

[এমন সময় শোনা যায় নেপথ্যে দরজায় মৃদু করাঘাত]

কে ?

নেপথ্যে সোলেমান। আমি সোলেমান।

[গণেন দরজা খুলে দিতে সোলেমানের প্রবেশ]

গণেন। কি খবর সোলেমান ?

সোলেমান। সুবীরবাবু।

গণেন। সুবীরবাবু! কোথায় ?

সোলেমান। হোটেলের বারে। আপনার খোঁজ করছে শুনলাম।

গণেন। ঠিক আছে, তুই যা। তু'পে, be ready. We must avail this chance।

[গণেন তু'পের কানে কানে কি বলতেই সে চলে গেল। একটু পরে সুবীরের প্রবেশ]

সুবীর। এই যে গণেন, তুমি এখানে!

গণেন। আরে এস, এস সুবীর, তুমি তো ভাই আমাদের ভুলেই গিয়েছ!

সুবীর। ভোলবারই চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ভুলতে তুমিই দিলে না।

গণেন। আরে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, কথা কাটাকাটি হয়েই থাকে, তাই বলে সেই কথা মনে রেখে—

সুবীর। বন্ধু! হুঁ, বন্ধুর কাজই তুমি করেছ গণেন!

গণেন। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো—বসো সুবীর। কতদিন পরে হোটেলে এলে, বসো! বসো—মা'ফিনকে ডাকি!

সুবীর। দাঁড়াও গণেন, আগে তোমার সঙ্গে আমার শেষ বোঝাপড়াটা করতে দাও।

গণেন। বোঝাপড়া! কী ব্যাপার বল তো? মনটন খারাপ নাকি ?

সুবীর। [পকেট থেকে পিস্তল বের করে] গণেন! দেখছ আমার হাতে কি? So don't try to play any more of your dirty tricks! আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি। আমি জানতে চাই, তুমি

আমার নামে যত most damaging কথা লিখে, ডাঃ সরকারকে উড়ো চিঠি দিয়েছ কেন ? Answer my questions !

গণেন। Good heaven ! এসব কি বলছ তুমি সুবীর ? আমি তোমার নামে উড়ো চিঠি দিয়েছি ডাঃ সরকারকে ?

সুবীর। Yes ! You are the person—no use of denying it.

গণেন। ও ! তাই বুঝি তিনি তোমায় বুঝিয়েছেন। হুঁ সুবীর, তুমি বুদ্ধির বড়াই কর, কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটা ধরতে পারলে না—

সুবীর। মানে ?

গণেন। বসো—বসো সুবীর, আগে আমার সব কথা শোন, তারপর you are at liberty to kill me. বিশ্বাস কর, আমি নিরস্ত্র। Well, you can search me if you like.

সুবীর। গণেন, এখনও তুমি অস্বীকার করবার চেষ্টা করছ !

গণেন। শোন সুবীর, dont't be impatient, আসল কথাটা তোমাকে বলছি, তোমাদের officeয়ে Police raid হবার পরেই ডাঃ সরকার decide করেছেন, তোমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

সুবীর। গণেন—

গণেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ—একথা আমি শুনেছি, ডাঃ সরকারের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও solicitor মিঃ মিত্রের কাছ থেকে। আর জান তো তুমি, তিনি আমারও বিশেষ বন্ধু।

সুবীর। হুঁ—so that is that, তাহলে তুমি বলতে চাও, সে চিঠি তোমার হাতের লেখা নয় ?

গণেন। না। আর তাই যদি লিখতাম, এভাবে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আমি কথা বলতে পারতাম না। তুমি তো জান, সব সময় আমার

লোক নীচে পাহারায় থাকে, তুমি এ ঘরে আসবার আগে অনায়াসেই আমি—[তুড়ি দিল]।

সুবীর। [সন্দিগ্ধভাবে] সে চিঠি তাহলে তোমার নয়, তুমি বলছ !

গণেন। না। আরে বাবা, মিলির সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক বা না হোক তাতে আমার কি ! How I am gained ? তাছাড়া fightই যদি করতে হয় তো আমি সামনাসামনিই করি—পিছন থেকে চোরা-গোপ্তা আমি চালাই না—

সুবীর। হুঁ, তাহলে তুমি বলছ সে চিঠি তুমি লেখ নি ?

গণেন। না, না—না। শোন সুবীর, মিলি তোমাকে সত্যি ভালবাসে।

সুবীর। নিশ্চয়ই।

গণেন। তাহলে মিলিকে তো তুমি অনায়াসেই বিবাহ করতে পার।

সুবীর। না। তার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে।

গণেন। কে শেষ করেছে ? সে নিজে ? You are a silly fool ! শোন সুবীর, এ দেশের মেয়ে, একবার কাউকে সত্যিকারের ভালবাসলে, প্রাণ দিয়েও তারা সে ভালবাসার মর্যাদা রাখে।

সুবীর। না, তা আর হয় না।

গণেন। আহা, বোকামি করে এত ভুল হতে দিও না সুবীর !

সুবীর। ভুল ?

গণেন। নিশ্চয়ই। এখুনি তোমাকে তা আমি প্রমাণও করিয়ে দিতে পারি।

সুবীর। কি করে ?

গণেন। তাকে একটা চিঠি লেখো এখানে আসবার জন্য—

সুবীর। চিঠি ?

গণেন। হ্যাঁ চিঠি, তাকে এখানে ডেকে আনো, আর সেই চিঠিটাও নিয়ে আসতে লিখে দাও। আরে বাবা, সেই চিঠি নিয়েই তো গোলমাল

যত, let everything be decided here and now. আমারও সত্য-মিথ্যে যাচাই হবে, তাকেও তুমি সব বুঝিয়ে বলতে পারবে। আর আমরা তো সব আছিই, ঠিক করে দেব।

সুবীর। কিন্তু—

গণেন। আর কোন কিন্তু নয়। তু'পে ?

তু'পে। [নেপথ্যে] Yes !

গণেন। জল্‌দি কাগজ-কলম নিয়ে এস।

তু'পে। আনছি।

[তু'পের প্রবেশ কাগজ-কলম হাতে]

তু'পে। এই যে সুবীরবাবু, Good evening sir.

গণেন। না না—আর দেরি নয়, এখুনি সব মীমাংসা হয়ে যাওয়া দরকার। দাও—কাগজ দাও।

[তু'পে কাগজ ও কলম দিল গণেনকে]

নাও লেখো, আর দেরি করো না—hurry up !

সুবীর। কিন্তু—

গণেন। আঃ সুবীর, don't spoil your time, লেখো। শুরু কর দেখি—

[ইতঃস্তত করতে করতে সুবীর শেষ পর্যন্ত লিখতে থাকে]

লেখো—তুমি আমার এই চিঠি পাওয়া মাত্রই, এই লোকের সঙ্গে চলে আসবে আর সেই চিঠিটাও সঙ্গে করে আনবে—

[সুবীরের চিঠি লেখা শেষ হতেই সহসা এক টান দিয়ে চিঠিটা টেনে নেয় গণেন এবং মুহূর্তে সুবীরের কিছু বোঝবার আগেই তু'পে তাকে দড়ি দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। গণেন হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে।]

This is my last arrow !

সুবীর। গণেন, বিশ্বাসঘাতক শয়তান—Dirty knave!

গণেন। বিশ্বাসঘাতক! শয়তান! হাঃ হাঃ হাঃ—Subir Babu, there is nothing unfair in love and war. এই আমার শেষ তীর! My last arrow! এই এক তীরে এবারে দুই পাখি—মিলি and সুবীর। হাঃ হাঃ হাঃ—[হঠাৎ গলার স্বর বদলিয়ে] সোলেমান? [সোলেমানের প্রবেশ]

সোলেমান। হুজুর!

গণেন। এই চিঠিটা নিয়ে এখুনি ৩।১, হাজরা লেনে ডাঃ সরকারের ওখানে যাবি। তার মেয়েকে ডেকে এই চিঠিটা দিবি। চিঠি পেয়ে তখুনি সে আসে ভালই, নচেত ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করে হোক মেয়েটাকে ধরে নিয়ে আসবি।

সোলেমান। ঠিক আছে—

গণেন। হ্যাঁ, ভদ্র বেশভুষা করে যাবি।

[সোলেমানের প্রস্থান। ঠিক এমনি সময় দরজার কাছে মা'ফিনকে দেখা গেল। গণেন দেখতে পেয়ে মা'ফিনকে সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এসে বলে]

আরে এস এস সুন্দরী, অন্তরালে কেন? প্রকাশ্যে এসে দেখ, তোমার প্রিয়তম সুবীরবাবুর অবস্থাটা। খুব যে কায়দা করে হোটেলটা লিখিয়ে নিয়েছিলে—

[মা'ফিন হঠাৎ পিস্তলটা তুলতে যায়। গণেন টক্ করে সেটা তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে]

ধীরে, হে বর্মিনী সুন্দরী, ধীরে—

[মঞ্চ ঘুরতে থাকে অন্ধকার হয়ে]

চতুর্থ দৃশ্য

[অরুণাংশুর বেহালার সেই পরিচিত সুর অন্ধকারে শোনা যায়। ডাঃ সরকারের লাইব্রেরী ঘরের পাশের ঘর। সে আপন মনে বেহালা বাজাচ্ছে। হঠাৎ দরজাটা খুলে যায়। মিলি এসে ঘরে ঢোকে অন্ধকারেই। সেই শব্দেও অরুণাংশুর খেয়াল হয় না। বেহালা থামিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়াতেই অন্ধকারে অরুণাংশু মিলিকে দেখতে পায়।]

মিলি। আপনার বাজনায় সব সময় কেন এত করুণ সুর বাজে বলুন তো? বেহালাটা কি আপনি শুধু কান্না দিয়েই ভরিয়ে রেখেছেন অরুণবাবু?

অরুণ। কান্না! যার নিজের মনে কান্না জমে আছে, সেই এর কান্নাকে বুঝতে পারে। কিন্তু সত্যি সত্যিই বলুন তো মিলি দেবী, একটা সামান্য অপরাধের জন্যে সুধীরের ওপরে কেন আপনি এত অবিচার করছেন?

মিলি। সামান্য অপরাধ বলছেন! আপনি জানেন না অরুণবাবু সে কত নীচ—সে আমার জীবনে কত বড় একটা দুষ্টগ্রহ। না, না—আমি কোন দিন আর তাকে ক্ষমা করতে পারব না—কোনদিনই না। [কান্না।]

অরুণ। [হেসে] ক্ষমা করতে পারবেন না? কিন্তু তার জন্যে নিজেকেই যে নিজে বেশি করে শাস্তি দিচ্ছেন মিলি দেবী।

মিলি। আপনি বুঝতে পারছেন না অরুণবাবু—

অরুণ। চোখের অসুখ, অন্ধকারে থাকি বলে আমার মনের চোখটাও তো অন্ধ হয়ে যায় নি মিলি দেবী। আমার একটা কথা আপনি শুনুন। মানুষ দেবতাকে তো ভালবাসে না, তাকে পুজাই করে। মানুষ মানুষকেই চিরদিন ভালবাসে, তার পাপ-পুণ্য সত্য-মিথ্যা সব কিছু

নিয়ে। আপনি যান, যান একটিবার সুবীরবাবুর কাছে।

মিলি। না।

অরুণ। মিলি দেবী!

মিলি। না অরুণবাবু—তা আর হয় না।

অরুণ। কেন হবে না মিলি দেবী? [থামল] সে যদি জীবনে হঠাৎ ভুল একটা করেই থাকে—তার জন্য আপনিও তো দায়ী।

মিলি। আমি!

অরুণ। হ্যাঁ—আপনিই। যদি সত্যই তাকে আপনি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসতে পারতেন, তাহলে সেই প্রেমই যে তার রক্ষাকবচ হয়ে তাকে ঘিরে রাখত। কিন্তু আপনিও তো কই তাকে নিঃশেষে সব কিছু দিতে পারেন নি! নিজের অভিমান নিয়ে নিজেই যে দূরে সরে থেকেছেন।

মিলি। অরুণবাবু, এত কথা কী করে আপনি জানলেন? আপনি—আপনিও কি কাউকে ভালবেসেছেন?

অরুণ। আমি! [একটু থেমে] হ্যাঁ—ভালবাসি বৈকি! জীবনকে, পৃথিবীকে, মানুষকে, সবাইকে ভালবাসি। তাইতো সমস্ত লাঞ্ছনা আর গ্লানির মধ্যে দিয়েও আমি বাঁচতে চাই। আর—আর দেখতে চাই, সংসারে সবাই সুখী হোক—সবাই সুখী হোক!

[মধুর প্রবেশ]

মধু। দিদিমণি!

মিলি। কে মধুদা?

মধু। সুবীরবাবুর কাছ থেকে কে একজন ভদ্রলোক জরুরী এই চিঠি নিয়ে এসেছেন।

মিলি। চিঠি! বাবা—বাবা এখনো ফেরেন নি মধুদা?

মধু। না, তাঁর তো ফিরতে দেরি হবে বলে গেছেন।

মিলি। এ চিঠি তুমি ফেরত দিয়ে দাও মধুদা।

অরুণ। না, না মিলি দেবী, ফিরিয়ে দেবেন না, ফিরিয়ে দেবেন না। আপনি—আপনি চিঠিটা পড়ুন, আমি পাশের বারান্দাতেই আছি।

[অরুণ চলে গেল ; মধু মিলিকে চিঠি দিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললে, মিলি চিঠি পড়া শেষ করে]

মিলি। চিঠিটা কে এনেছে মধুদা ?

মধু। এই যে তিনি দরজার বাইরে—

মিলি। তাকে একেবারে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এসেছ ?

মধু। উনি বললেন খুব জরুরী—তাছাড়া বললেন উনি সুবীরবাবুর বন্ধু এবং আরো নাকি তোমাকে কথা আছে বলবার তার !

মিলি। যাও, ভিতরে আসতে বল তাকে।

[মধু চলে গেল, ভদ্রবেশে সোলেমানের প্রবেশ]

সোলেমান। নমস্কার !

মিলি। আপনি এনেছেন এই চিঠি ?

সোলেমান। হ্যাঁ।

মিলি। কিন্তু আপনাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না ! কি নাম আপনার ?

সোলেমান। সোলে—প্রাণতোষ ! কিন্তু আর দেরি করবেন না মিলি দেবী, এখুনি চলুন।

মিলি। কিন্তু আমি তো যেতে পারব না ! তাকে বলবেন, আমি দুঃখিত, দরকার হলে সেই যেন এখানে আসে—

সোলেমান। কিন্তু আপনার যে সত্যি-সত্যিই যাওয়া দরকার !

মিলি। বললাম তো, যেতে পারব না।

[সহসা চকিতে সোলেমান কোমর থেকে পিস্তল বের করে সামনে ধরে বলে—]

সোলেমান। কিন্তু আপনার না গেলে তো চলবে না মিলি দেবী!

[পিস্তলের দিকে নজর পড়তেই চকিতে অর্দ্ধস্ফুট একটা আর্ত শব্দ করে মিলি—ঋ্যা—]

আঃ—চিৎকার করবেন না মিলি দেবী, টুক্ করে হয়তো হাতটা ফসকে যেতে পারে। চলুন, চলুন মিলি দেবী, আমার উপরে হুকুম আছে আপনাকে নিয়ে যাবার। এমনিতে লক্ষ্মী হয়ে যদি আপনি না যান তো—বুঝতেই পারছেন।

মিলি। না, কিছুতেই না—

সোলেমান। মিলি দেবী! ছেলেমানুষ আপনি নন—চলুন! চলুন—

[ঠিক সেই মুহূর্তেই পশ্চাৎ দিক থেকে অরুণাংশু অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোলেমানের ওপর। এবং মিলিও আলোতে অরুণাংশুর বীভৎস চেহারা দেখে আর্তস্বরে চিৎকার করে ওঠে। অরুণাংশু ততক্ষণে সোলেমানকে চিত করে ফেলে চেপে ধরে বলছে।]

অরুণ। বল্, বল্ তুই কে?

মিলি। এ কি। অরুণবাবু!—এই, এই তবে আপনার চোখের অসুখ?

সোলেমান। ওরে বাবা, ভূত—ভূত—

অরুণ। হ্যাঁ, ভূত। মেরেই ফেলব তোকে এখুনি গলা টিপে, যদি এখনো সব কথা না খুলে বলিস্—

সোলেমান। বলছি, বলছি বাবা। আমার গলাটা ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও বাবু।

অরুণ। [অরুণাংশু তখন সোলেমানের গলাটা ছেড়ে তাকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে বলে] বল্, বল্ সব।

সোলেমান। বলছি। ওস্তাদ—হ্যাঁ, তুমি ওস্তাদ! গণেনবাবু মিড্‌নাইট হোটেল থেকে আমাকে পাঠিয়েছে ঐ চিঠি দিয়ে মিলি দেবীকে নিয়ে যেতে। ঐ চিঠি গণেনবাবু ভুলিয়ে লিখিয়ে নিয়ে সুবীরবাবুকে বেঁধে রেখেছে।

অরুণ। বেঁধে রেখেছে! কাকে—কাকে বেঁধে রেখেছে বললি?

সোলেমান। বললাম তো সুবীরবাবুকে। গণেনবাবু সুবীরবাবুকে এতক্ষণে হয়তো শেষও করে দিতে পারে—

অরুণ। সুবীর! সুবীর! না-না, চল্, আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্, চল্—চল্ শিগ্‌গীর—

মিলি। অরুণবাবু, আপনি—আপনি সেখানে কেন যাবেন?

অরুণ। এ আপনি কি বলছেন মিলি দেবী? সুবীর বিপদে পড়েছে আর আমি সব জেনেও চুপ করে বসে থাকব? না, না,—আমাকে যে যেতেই হবে!

মিলি। কিন্তু সুবীর, সুবীর আপনার কে যে তার জন্য এত বড় বিপদের মধ্যে ছুটে যাচ্ছেন আপনি?

সোলেমান। আরে দেরি করছেন কেন মশাই, যদি বাঁচাতেই চান তো আসুন—চলুন, এতক্ষণে হয়তো শেষ করে ফেলল।

[সোলেমান অরুণাংশুকে নিয়ে প্রস্থান করে, মিলি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরতে থাকে।]

পঞ্চম দৃশ্য

[মিড্‌নাইট হোটেল। তৃতীয় দৃশ্যের continuation—সুবীর চেয়ারে বাঁধা আছে। একপাশে তু'পে ও আর একপাশে গণেন পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মা'ফিনও একপাশে দণ্ডায়মান।]

গণেন। তোমার সব চাল বানচাল করে দিয়েছি সুবীরবাবু। এইবার তোমার মিলির সামনে, তোমায় একটা গানি-ব্যাগে পুরে, তক্তাঘাটের জেটী থেকে অথৈ জলের তলায় ধীরে ধীরে নামিয়ে দেব। তারপর মা'ফিন—[ইতিমধ্যে মা'ফিন কখন চলে গেছে। গণেন তাকে না দেখতে পেযে চিৎকার করে ঘর থেকে চলে যায়] মা'ফিন!

[তু'পে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তখন দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সুবীরের কাছে এগিয়ে আসে]

তু'পে। গণেনবাবুর মতলবটা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই সুবীরবাবু এখন। কিন্তু আমি তোমাকে একটা fair offer দিচ্ছি, যদি রাজী থাক—তবে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব!

সুবীর। তু'পে— [সুবীর কটমট করে রক্তচক্ষে তাকায় তু'পের দিকে।]

তু'পে। No, no সুবীরবাবু! চোখ-রাঙানিতে আজ আর কোন লাভ হবে না। এখন তুমি সম্পূর্ণ আমাদের মুঠোর ভিতরে। কেন মিথ্যে গণেনবাবুর হাতে মরবে, তার চাইতে একটা কাগজে যদি হোটেলটা আমাকে লিখে দাও তো তোমাকে এখুনি আমি বাঁচিয়ে দেব—

সুবীর। বের হয়ে যা বর্মী-কুত্তা এখান থেকে—যদি ভেবে থাকিস কায়দায় পেয়ে আমার কাছ থেকে কিছু আদায় করবি তো ভুল করেছিস!

তু'পে। কেন মিথ্যে ঝামেলা বাড়াচ্ছ সুবীরবাবু, যা বলছি লক্ষী ছেলের মত শোন। গণেন শুধু তোমাকেই প্রাণে মারতে চায় না, ঐ সঙ্গে তোমার মিলিকেও চায়। কিন্তু আমার ও-দুটোর কোনটার ওপরেই লোভ নেই—আমি চাই স্রেফ তোমার হোটেলটা, fair dealing—বল রাজী?

সুবীর। না।

তু'পে। প্রাণ?

সুবীর। না।

তু'পে। মিলি?

সুবীর। মিলি—[ঠিক এমন সময় একটা পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল ও একটা আর্ত নারী-কণ্ঠের চিৎকার।]

তু'পে। [চমকে] মা'ফিনের গলা না! মা'ফিন?

[তু'পে এক প্রকার ছুটেই বের হয়ে যায়। সুবীর চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় বসে আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে ছাড়াবার জন্য, এমন সময় দেখা গেল রক্তাক্ত দেহে মা'ফিন ঘরে ঢুকছে—

মা'ফিন। [ক্লান্ত স্বরে] সুবীর—সুবীর—

সুবীর। [চমকে] এ কি! মা'ফিন! তোমার গায়ে এত রক্ত কিসের?

[মা'ফিন টলতে টলতে এসে সুবীরের পশ্চাতে গিয়ে সুবীরকে মুক্তি দেবার জন্য চেষ্টা করে—]

মা'ফিন। শয়তান গণেন। গণেন আমাকে গুলি করেছে—

সুবীর। That scoundrel!

[মা'ফিন সুবীরের বাঁধন খুলতে থাকে। কিন্তু তবু সুবীরকে মুক্তি দিতে পারে না—টলে পড়ে। সুবীর কোনমতে নিজেকে এবার মুক্ত করে নেয়।]

মা'ফিন। সুবীর পালাও, পালাও—পুলিসে আমি ফোন করে দিয়েছি, এখুনি হয়তো এসে পড়বে তারা—

সুবীর। কিন্তু তুমি? তোমার এ অবস্থা—

মা'ফিন। আঃ—আমার জন্য ভেবো না, আমার তো সময় হয়ে এল!

সুবীর। না, না মা'ফিন, তোমাকে এমন অবস্থায় ফেলে—[মা'ফিনকে ধরে]

মা'ফিন। আঃ যাও! শুধু যাবার আগে একটা কথা জেনে যাও—

সুবীর। কি মা'ফিন?

মা'ফিন। জেনো, চরিত্রহীনা নর্তকীও নারী, তারা কেবল নিতেই জানে না—দিতেও জানে—

[মা'ফিন পড়ে গেল। তার মৃত্যু হল। সেই মুহূর্তে ষণ্ডা গোছের হাতে ছোড়া গণেনের এক অনুচর, গণেন ও তু'পে এসে ঘরে প্রবেশ করে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় মা'ফিনকে মৃত পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার করে ওঠে তু'পে।]

তু'পে। মা'ফিন—মা'ফিন—[সুবীর স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে। গণেনের হাতে পিস্তল। তু'পে আপন মনে বলে।] My Ma'fin is dead! [তারপর গণেনের দিকে তাকিয়ে] তাহলে তুমিই মা'ফিনকে মেরেছ—

গণেন। হ্যাঁ—ও পুলিসে ফোন করছিল—

তু'পে। পুলিসে ফোন করছিল, না—

গণেন। [পিস্তল উঁচিয়ে] তু'পে, be careful!

তু'পে। [কোমর থেকে ছোরা নিয়ে বীভৎস হেসে] ওতে আর গুলি নেই গণেনবাবু! একটাই মাত্র পিস্তলে তোমার গুলি ভরে দিয়েছিলাম। তু'পে কি তোমার সম্পর্কে ভুল করতে পারে!

কিন্তু মা'ফিনের উপরেই already তুমি সেটা খরচা করেছ, so you have lost your chance in this game.

[বলতে বলতে তু'পে গণেনকে আক্রমণ করে ও ঠিক এই সময় অরুণ ঘরে অতর্কিতে প্রবেশ করে গণেনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। সকলেই চেঁচিয়ে ওঠে—] কে—কে ?

গণেন। কে—

[অরুণ তু'পেকে ঘুষি মেরে ফেলে দেয়। তু'পে পালিয়ে যায়। তারপর সুবীরের দিকে চেয়ে—]

অরুণ। সুবীর !

সুবীর। কে—কে—

[গণেন ছুরি নিয়ে সুবীরকে মারতে যায়, কিন্তু অরুণ সুবীরকে আগলে বাঁচায়, গণেন মরীয়া হয়ে অরুণকেই ছুরি মারতে থাকে তখন।]

অরুণ। সুবীর পালাও, ~~পালাও~~। ~~আঃ, কি করছ, এখনও দাঁড়িয়ে~~ ? পুলিস যে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে ! পালাও, পালাও—

সুবীর। কিন্তু আপনি ? আপনি কে—

অরুণ। ~~আমি রেল হই~~, ওসব কথা এখন থাক ভাই, তুমি পালাও, ~~যাও—~~ তুমি যাও

সুবীর। কোথায় ?

অরুণ। ~~মিলি~~—তোমার মিলির কাছে।

~~সুবীর। মিলির কাছে~~ !

~~অরুণ। হাঁ—হাঁ, তোমার মিলির কাছে~~, সে যে একা—একা আছে। যাও, যাও—

[সুধীর চলে গেল ; গণেন কিন্তু তখনও ছুরি মেরে চলেছে অরুণকে। অরুণ তখন গণেনকে চেপে ধরে বলে—]

আঘাত! কত আঘাত আজ আর তুমি আমায় দেবে? পাথর— আঘাতে আঘাতে ভগবানই যে আমায় পাথর করে দিয়েছেন। পাথরে আর কি নতুন করে আঘাত তুমি দেবে?

[হঠাৎ ঐ সময় অরুণ আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে যায়। গণেন বুকের ওপর বসে ছোরাটা তোলে। সেই সময় ইন্‌স্‌পেক্‌টর ও চারজন পুলিসের প্রবেশ।]

সুব্রত। Hands up.

[থতমত খেয়ে গণেনের হাত থেকে ছোরাটা পড়ে যায়, একজন পুলিস গিয়ে ছোরাটা তুলে নেয়—]

এই রামসিং, বলবন্ত—দেখো, ঐ বাবুকো আভি ইধারসে উঠাকে এ্যাম্‌বুলেন্সসে হাসপাতাল ভেজ দেও—তুরন্ত—

পুলিস। জি সাব।

~~[দুইজন পুলিস তখন ধরাধরি করে অরুণকে নিয়ে প্রস্থান করতেই বাকী~~ দু'জন পুলিস ভু'পেকে ধরে নিয়ে প্রবেশ করল।]

ভু'পে। কিন্তু আমায়—আমায় ধরেছেন কেন sir, wrong person— [গণেনকে দেখিয়ে] ঐ—ঐ গণেন বোস্, he is the ring-leader এই হোটেলের, ওকে ধরুন। ও আমার ওই মা'ফিনকে মেরেছে।

সুব্রত। দোনো আদমিকো পাকাড়কে থানামে লে যাও।

[গণেন সিগার ধরাতে যাচ্ছিল। সুব্রত তার হাত থেকে সেটা চট্ করে কেড়ে নিল।]

No, no মিঃ বোস, no more of your tricks, ও

poison cigar-এর সঙ্গে আমার যথেষ্টই পরিচয় আছে। এত সহজেই সব মিটিয়ে নিতে চান মিঃ বোস—আর কি তা হয়! It is rather late.

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরতে থাকে।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[হাসপাতালের অন্য অংশে। হাসপাতালের শয্যায় ফাউলার্স বেডে অরুণাংশু শায়িত। বুক পর্যন্ত একটা তার চাদর ঢাকা। মাথার কাছে বসে মিলি। ঢং ঢং করে রাত বারোটার সঙ্কেতধ্বনি শোনা গেল।]

অরুণ। রাত বারোটা বেজে গেল! মা-মা—মাগো—কোথায় তুমি? আঃ আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মার কাছে যাব—মা—মা—[মিলি মাথায় হাত বুলাতে থাকে] কে?

মিলি। অরুণবাবু!

অরুণ। কে! মিলি দেবী? আপনি—আপনি এখানে? সুবীর—সুবীর কই?

মিলি। ভাল আছে অরুণবাবু। কিন্তু তাকে বাঁচাতে গিয়ে আপনি এ কি করলেন বলুন তো?

অরুণ। তা ছাড়া তো করবার আমার কিছু ছিল না মিলি দেবী। [একটু থেমে] একটা অনুরোধ মিলি দেবী, জীবনে আর কোন অনুরোধ করবার আমার হয়তো সুযোগ হবে না—

মিলি। বলুন অরুণবাবু।

অরুণ। সুবীরকে ডেকে নেবেন আপনার পাশে। আবার যেন সে পথ ভুলে না যায়—[মিলি মাথা নীচু করে] কাকাবাবু—কাকাবাবু কোথায়—

[সুহৃৎ ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসেন]

সুহৃৎ। অরুণ—অরুণ, এই তো বাবা আমি—

অরুণ। কাকাবাবু?

সুহৃৎ। অরুণ!

অরুণ। সুবীর—সুবীরকে আপনি ক্ষমা করবেন কাকাবাবু। সে ছেলে-মানুষ—

সুহৃৎ। ওসব কথা এখন থাক অরুণ। রাজীব আসছে। একা নয়, তোমার মাকেও নিয়ে আসছেন।

অরুণ। কেন, কেন—আমার মাকে কেন? কি করে তাঁর কাছে নিজেকে আমি লুকিয়ে রাখব? না-না কাকাবাবু, বাবা যে মার কাছে ছোট হয়ে যাবেন! না, তাঁরা আসবার আগেই যে করে হোক আমাকে শেষ করে দিন—যে করে হোক। বাবাকে ছোট করতে পারব না—না।

(ঠিক সেই মুহূর্তেই ডাকতে ডাকতে রাজীবের প্রবেশ)

রাজীব। অরুণ! (অরুণ কথা বলছে না) কথা বলবে না অরুণ? কথা বলবে না বাবা?—

অরুণ। মাকে কেন নিয়ে এলেন বাবা?

রাজীব। আসবে না! আসবে বৈকি বাবা—আজ যে তোমাকে আমি সকলের সামনেই স্বীকার করে আমার ঘরে নিয়ে যেতে এসেছি।

[ঠিক এই সময়ে কমলার ডাকতে ডাকতে প্রবেশ]

কমলা। অরুণ! অরুণ! 'অরুণ সোনা আমার! ওরে তাই—তাই তুই চোরের মত রাতের পর রাত আমার পায়ের ওপরে মাথা রেখে কেঁদেছিস—হতভাগিনী আমি'বুঝতে পারি নি। মুঠো মুঠো ফুল রেখে এসেছিস। কিন্তু কেন—কেন আমার ঘুম ভাঙাস্ নি? ওরে অভাগা, কেন একবার আমায় ডেকে তুলে বলিস নি, মা আমি তোমার অরুণ—তোমার সন্তান—দেখ আজও আমি বেঁচে আছি, তুমি যা জেনেছ সব ভুল।—

অরুণ। পারতে মা—পারতে ছেলে বলে বুকে আমাকে টেনে নিতে? পারতে?

কমলা। ওরে হতভাগা, আমি যে তোর মা! মার কাছে কি সন্তানের কোন রূপ আছে রে পাগল! সে যে শুধু ছেলে—শুধু সন্তান। তুই যে আমারই বুকের রক্ত দিয়ে গড়া—কত আদরের, কত স্নেহের কত আকাঙ্ক্ষার প্রথম সন্তান বাবা! তোর কাছ থেকেই যে আমি প্রথম মা ডাক শুনতে চেয়েছিলাম বাবা!—

অরুণ। আঃ। মা—মাগো আমি ঘুমাব।

কমলা। ঘুমাবি? আহা, ঘুমো বাবা ঘুমো, আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমো। কত রাত যে তুই আমার জন্য ঘুমাতে পারিস নি বাবা! ঘুমো—আর কেউ তোকে আমার কোল থেকে আজ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ঘুমো—

অরুণ। আঃ—স্বামীজী এসেছেন প্রভু! আমার বেহালাটা ভেঙে গেছে প্রভু—আমার বেহালাটা—

[অরুণের মৃত্যু হল]

সুহৃৎ। [চিৎকার করে উঠে] অরুণ—অরুণ—

মিলি। অরুণবাবু—

কমলা। অরুণ—অরুণ সোনা আমার, আমি যে তোকে নিয়ে যেতে এসেছি বাবা। অভিমান! কথা বলবি না বাবা—মায়ের ডাকে সাড়া দিবি না? অরুণ—অরুণ—কথা বল্ সোনা আমার!

সুহৃৎ। কাকে আর ডাকছেন বৌঠান! ও তো আর কথা বলবে না।

কমলা। বলবে—বলবে। কত কথা ওর যে আমার সঙ্গে বলবার আছে। কথা বল্—কথা বল্ সোনা আমার—বিশ্বাস কর্ বাবা, বিশ্বাস কর্—আমি কিছুই জানতাম না রে—কিছুই আমি জানতাম না!

রাজীব। দাও—কমলা দাও, ওকে একটু আমার বুকে নিতে দাও। আমার জীবনের সব চাইতে বড় পাপের গ্লানি ও নিঃশব্দে মাথা পেতে বহন করে এসেছে, কিন্তু কোনদিন জানায় নি এতটুকু প্রতিবাদ। দাও—দাও আজ, একটিবার ওকে আমায় বুকে নিতে দাও। যতদিন ও বেঁচে ছিল, সর্বসমক্ষে ওকে তো স্বীকার করে নিতে পারি নি, আজ ওর মৃতদেহটা বুকে নিয়ে অন্ততঃ আমায় বলতে দাও যে ও আমাদের বড় আদরের বড় আকাঙ্ক্ষার প্রথম সন্তান—প্রথম সন্তান!

কমলা। [চিৎকার করে] না! আজ আর কাউকে ওকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে দেব না। পঁচিশ বছর বাছাকে আমার বুক থেকে তুমি ছিনিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছিলে—আজ আর ওকে তোমায় আমি ছুঁতে দেব না। যাও—সরে যাও! [অরুণকে জড়িয়ে] অরুণ, ওরে পঁচিশ বছর পরে এমনি করেই কি তুই আমার বুকে ফিরে এলি রে? কথা বল্ বাবা—কথা বল্! একবার মা বলে ডাক্—একবার মা বলে ডাক্ সোনা!—

॥ যবনিকা ॥

এই লেখকের অন্যান্য নাটক

পদ্মিনী

রাত্রি শেষ

চৌধুরী বাড়ি

ময়ূর মহল

মায়ামৃগ

বহ্নিশিখা

নূপুর (যন্ত্রস্থ)

নিশিপদ্ম (ঐ)